কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরী, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কমপিউটার, ব্রতচারী সহ।
২১, কে, বি, বসু রোড, (লরি স্ট্যান্ড, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে), বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪
M-9836184712/ 8622954332
ফোন : (033)2552-0177

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৪ পৌষ – ২০ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ – ৫ জানুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 11, 30 December, 2017 - 5 January, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কর্ম নিশ্চয়তা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী সহ এত সরকারি প্রকল্পের পরেও দেশের ১১৫টি পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যে পাঁচটিই

পশ্চিমবঙ্গের। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ তো দারিদ্রের তালিকায় যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ। এছাড়াও রয়েছে মালদহ, নদিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

রবিবার : কাশ্মীরের দখল ও ভারতে অশান্তি। এই দুটিই হল

পাকিস্তান প্রশাসনের বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি। তাতে সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগালেও কুছ পরোয়া নেই। সময়ের ব্যবধানে ভারতীয় জওয়ানের রক্ত না পেলে স্থির থাকতে পারে না পাকিস্তানের সেনা প্রধান। ফলে ফের হামলা ও রক্তপাত। এবার কাশ্মীরের রজৌরি সেক্টরে। শহিদ হলেন চার ভারতীয় জওয়ান।

সোমবার : রাজস্থানের ডাক্তারদের প্রতিবাদের পাশে দাঁড়াল

এইমসের ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন। সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাবের বলি হচ্ছেন ডাক্তাররা। পরিষেবা না পেয়ে সাধারণ মানুষ চড়াও হয় ডাক্তারদের উপর। এর প্রতিবাদ করায় রাজস্থানে গ্রেফতার করা হয় ৮৬ জন ডাক্তারকে।

মঙ্গলবার : ভারত পাকিস্তানের দ্বৈরথ যাকে নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের

আদালতে পৌঁছেছে সেই কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর মা ও স্ত্রী। প্রমাণ হল পাকিস্তানের জেলে বন্দি কুলভূষণ জীবিত।

বুধবার : অনেক প্রতিবাদ, ভাষণের পর রাজ্যেও চালু হয়ে গেল

মিড ডে মিলের সঙ্গে আধার সংযোগ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংযোগ শেষ করতে হবে বলে চাপে সকলে। রাজনীতি করতে গিয়ে অযথা চলে গেল বেশ খানিকটা সময়।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও দিল্লিতে হামলার ডাক দিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে আল

কায়দার উপপ্রধান উসামা মেহমুদ। টার্গেট কাশ্মীর ও ভারতের 'হিন্দু' সরকার। ভারতকে উচিত শাস্তি দিতেই এই ভিডিও বার্তা।

শুক্রবার : তাৎক্ষণিক তিন তালাক শাস্তিযোগ্য করতে মুসলিম মহিলাদের বিবাহের অধিকার রক্ষা

বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। এবার রাজ্যসভার পালা। রাজ্যসভার ছাড়পত্র পেলেই তিন তালাক থেকে রেহাই পাবেন মুসলিম বধূরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পাচারে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তার কয়েক ঘন্টা পর ২০১৮ সালের অর্থাৎ এক নতুন বছরের সূর্যোদয় দেখবে বিশ্ব। তার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও প্রায় সেই মধ্যযুগীয় অবস্থার শিকার ভারতবর্ষ। নারী ও শিশু পাচারের মতো এক অমানবিক বিষয় আজকের আধুনিক ও তথাকথিত সভ্য সমাজ ব্যবস্থাতেও অব্যাহত। ভারতবর্ষে আজও এহেন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলেছে নিত্য নৈমিত্তিক। যার তথ্য যে কোনও সুস্থ ও সামাজিক বোধ সম্পন্ন মানুষের কাছেই রোমহর্ষক। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৭৪। দেহ ব্যবসার জন্য রাজ্যের নাবালিকা বিক্রির সংখ্যা ৮২ শতাংশের বেশি। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতে মানব পাচার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯৫ শতাংশ। সম্প্রতি এই মর্মেই এক তথ্যের উল্লেখ করল পার্টনার ফর অ্যান্টি ট্রাফিকিং (প্যাট) ও বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতি। ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক (এমডব্লিউসিডি) মানব পাচার রোধে একটি নতুন বিল তৈরি করেছে। যার নামকরণ হয়েছে ট্রাফিক অব পারসনস (প্রিভেনশন প্রোটেকশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন) বিল ২০১৬। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭০ এবং ৩৭০এ আইটিপিএর অনুপাতে এই নতুন বিলটি যথেষ্ট সক্রিয় ও কার্যকর হবে বলে সংগঠনগুলির অভিমত। বাংলাদেশ থেকে মহিলা ও শিশুদের পাচারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একটি গন্তব্য বা ট্রানজিট পয়েন্ট। এই নতুন বিলটি কার্যকর হলে পাচারকারীদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি দ্রুত ট্রায়াল ও বিচারের জন্য ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতে পাঠানো সম্ভব। একই সঙ্গে উদ্ধারকৃত ভিক্টিমদের পুনর্বাসনের জন্যও তহবিল গঠনের কথাও বলা আছে এই বিলে। বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতির সাধারণ সম্পাদক তথা সিইও রণজিত দত্ত বলেন, ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর অত্যাচারের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার ৫১৬। নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে। রাজ্যে এর সংখ্যা ৩৫৭৯। যেখানে সমগ্র দেশে এই পাচারের সংখ্যা প্রায় ৮০৫৭ জন। মূলত উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও আদিবাসী এলাকাগুলিতে এধরনের ঘটনা ঘটে বেশি। এই তথ্য এনসিআরবি রিপোর্ট ২০১৬ থেকেই জানা যায়।' তিনি আরও জানান, তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় বছর দেড়েকের মধ্যে মুম্বই, পুনে, গোয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রায় ১৬০ জন মহিলাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। পাশাপাশি এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে। রণজিতবাবু বলেন, 'তুলনামূলক ভাবে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা বেশি ঘটে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। যা রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে।' আসন্ন নতুন বছর নিঃসন্দেহে সুস্থ, সামাজিক বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ও মানবিক হবে এমনটাই আশা করা যায়।

জঙ্গিদের টার্গেট পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী

কুনাল মালিক : জেহাদি আলকায়দা জঙ্গিদের এবারের টার্গেট পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী তিলোত্তমা কলকাতা। গত মঙ্গলবার এক ভিডিও ফুটেজে ওসামা বিন লাদেনের জঙ্গি সংগঠন আলকায়দার এক ভিডিও ফুটেজে উসামা মেহমুদ নামে এক জঙ্গি নেতা কলকাতার নামোচ্চারণ করে জঙ্গি হামলার হুমকি দিয়েছে। এরপরই ঘুম ছুটেছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। রাজ্যের গোয়েন্দারা কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা এজেন্সির সঙ্গে সংযোগ রেখে তৎপরতা শুরু করেছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি কলকাতা স্টেশন থেকে আলকায়দার তিন কট্টর জঙ্গি ধরা পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশের জেহাদি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের বেশ কয়েকজন জেহাদি এ রাজ্যে সীমান্তবর্তী জেলায় আত্মগোপন করে আছে। এ রাজ্যে ২০০২ সালে আমেরিকান সেন্টারে জঙ্গি হানার পর বড় কোনও হামলা হয়নি ঠিকই। কিন্তু বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর বোঝা যায় এ রাজ্যে জেহাদি জঙ্গিদের জাল কতটা বিস্তার করেছে। সামনেই এ রাজ্যের বৃহত্তম ধর্মীয় গঙ্গাসাগর মেলা। যেখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিন রাজ্য থেকে

সাগর দ্বীপে জমায়েত হন মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে।

সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতকে জেহাদি জঙ্গিরা টার্গেট করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। রাজ্য সরকারকে আগাম সতর্কও করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার ১৫ দিন আগে মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে মেলার প্রস্তুতি দেখেন। রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন আমলা এবং পুলিশ অফিসারদের মেলায় কঠোর নিরাপত্তার আদেশ দেন। গত বৃহস্পতিবার সাগরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, এ বছর বাবুঘাট থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত মোট ৫০০টি সিসি ক্যামেরার নজরদারি থাকছে। ৪০টি বড় স্ক্রিনে নজরদারি চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এটা করা হয়েছে। নবান্নে বসেও মুখ্যমন্ত্রী সাগরমেলার খুঁটিনাটি বিষয় দেখতে পারবেন। ইতিমধ্যেই সাগরদ্বীপে সেনাবাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। উপকূল এলাকার নিরাপত্তার নানা দিক খতিয়ে দেখছে তারা। রাজ্য পুলিশও জল-স্থল ও আকাশ পথে নজরদারি শুরু করেছে। এবার সাগরমেলাকে ঘিরে যেভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হচ্ছে আগে কখনও হয়নি।

বাবুঘাট থেকে সাগর ৫০০ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি

জেলা প্রশাসন সাগর মেলার মহড়া সারল মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

সাগরদ্বীপ থেকে ফিরে ওঁকার মিত্র: গত মঙ্গলবার জলপথে কচুবেড়িয়া ছোঁয়া থেকে বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে সাগরদ্বীপের হেলিপ্যাড ছাড়া পর্যন্ত দুবার সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমবার কচুবেড়িয়া থেকে সাগর যাওয়ার রাস্তায় পথের পাশে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় আর দ্বিতীয়বার রুদ্রনগরে সরকারি পরিষেবা বিতরণের সভায়। বাকিটা আপাদমস্তক সরকারি খোলসে কনসেনট্রেট করলেন সাগরমেলার প্রস্তুতিতে। পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকে সাগরমেলা চত্বর সেজে উঠলেও কোনওদিন এভাবে নিজে আসেননি মুখ্যমন্ত্রী।

রুদ্রনগরের সভায় চেক প্রদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী। —নিজস্ব চিত্র

এবার পাহাড় সফর বাতিল হতেই সাগরের তট বেছে নেন মমতা। দলীয় নেত্রীর ভূমিকা সরিয়ে রেখে প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে খোঁজ পেলেন সাগরদ্বীপে বিপুল অর্থ উপার্জনের। বুঝলেন পর্যটনের মানচিত্রে কপিল মুনির গঙ্গাসাগরকে স্থায়ী স্থান করে দিলে বাড়তে পারে সরকারি আয়। তারই পদক্ষেপ হিসাবে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মাণে কেন্দ্রের ছাড়পত্র মিলেছে বলেও জানালেন রুদ্রনগরের সভায়। জানালেন তাজপুর বন্দরের অংশীদারি ছেড়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করেছেন মুড়িগঙ্গা ব্রিজের অর্থ। মমতা বলেন, সাগরমেলা সাজাতে অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে। তবে পর্যটনের নিরিখে আরও কাজ করতে হবে। এজন্য সাগর বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন মুখ্যসচিবকে। উল্লেখ্য বাম আমলে এই একই সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছিল আলিপুর বার্তা। কিন্তু বুদ্ধদেব সরকার কিছুই করে নি। মমতা সেই সম্ভাবনাকেই উজ্জ্বল করলেন নিজে এসে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে বিপুল আয়োজন করেছিল জেলা প্রশাসন। জেলার উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে গঙ্গাসাগর মেলার স্বাদ পরিবেশন করতে। সাগরতটে কাক ভোরে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, নতুন আসা 'বিচ বাইক', প্রশাসনিক আধিকারিকদের তৎপরতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল জেলা প্রশাসন পুরোদস্তুর গঙ্গাসাগরের রিহার্সাল করে নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের সুযোগে। লট-৮, কচুবেড়িয়া ঘাটে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে টহল দিচ্ছিল সিভিল ডিফেন্সের জল শাখার স্পিডবোট। যথারীতি পুলিশের তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মত। ছিল না শুধু মেলার চেনা বাঁশের ব্যারিকেড, হোগলার শেড আর অগণিত তীর্থযাত্রী। তবুও সকলের অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও সময় আসতে পারেন জেটি ঘাটের পরিদর্শনে। মমতা সশরীরে না আসলেও খোঁজ নিয়েছেন জেটি নিরাপত্তার। বিশেষ করে কচুবেড়িয়া ৫ নম্বর জেটিতে গত মেলার দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো রাজ্য প্রশাসনকে। তাই মুখ্যসচিব, পরিবহন সচিব থেকে শুরু করে তাবড় আধিকারিকরা হাজির হয়েছিলেন সফরে। বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন তাঁরা। মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে সাগরের তট ঘুরে দেখে পর্যটনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোও দেন কপিল মুনি মন্দিরে। সঙ্গে ছিল সাংবাদিকদের দল।

এই মহড়া সফরে উঠে এল সাগরমেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যাপক সিসিটিভি ব্যবস্থা, জেটিঘাটগুলির সংস্কার, মুড়িগঙ্গার ড্রেজিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। কয়েকদিন আগে সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দেখে গিয়েছেন মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিংয়ের কাজ। আরও কিছু মেশিন লাগাবার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছেন মন্ত্রী। জানিয়েছেন, যথাসময়ে শেষ করা যাবে ড্রেজিং।

দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজের একটি মহড়াও হয়ে গেল লট-৮-এ ডিজাস্টার ম্যানেজবেন্ট ও সিভিল ডিফেন্সের অংশগ্রহণে। সমস্যা যা রয়ে গেল তা সমাধানের নির্দেশ দিয়ে যখন চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী তখন সরকারি প্রশাসনের সেই চেনা ফেরার চিত্র। কচুবেড়িয়ার এলসিটি ঘাটে গুঁতোগুঁতি চলছে গাড়ি পার করার। বার্জের অভাবে বেশ কিছু গাড়ি রাত কাটাল ওপারে। বেশ বোঝা গেল গাড়ি পারাপারের সুষ্ঠ পরিকল্পনা না হলে আগামী সাগর মেলাতেও এই সমস্যা ভোগাবে। প্রথম দিন জলপথে কচুবেড়িয়া আসার পথে আরও এক ভয়াবহ সমস্যা অনুভব করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষের আর্তি শুনলেন তিনি। আশ্বাসও দিলেন হাত নেড়ে। বুক বাঁধলেন তারাও।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

প্লাস্টিকের পাপ পূণ্যভূমিতে

কাকভোরে সাগরসঙ্গম তটে তখন মোহময় সূর্যোদয়। তেমন ভিড় না হলেও কিছু পুণ্যপিপাসু মানুষ, সাধু-সন্ত ডুব দিচ্ছেন গঙ্গাসাগরে। জেলা প্রশাসনের টাওয়ার থেকে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঘোষণা, খোলা জায়গায় শৌচকাজ না করার আর যেখানে সেখানে পাস্টিক না ফেলার। অথচ বাস্তবে উল্টো চিত্র। স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় শৌচকর্ম আটকানো গেলেও প্লাস্টিক কিন্তু বাঁধ মানল না। অনেকেই প্লাস্টিক প্যাকেটে পুজোর প্রসাদ, জামাকাপড় নিয়ে এগোলেন সাগরের দিকে। সাগরপারে রাস্তার দু'ধারে সার দিয়ে দোকানে সাজানো রয়েছে অঢেল প্লাস্টিসের

দোকানে দোকানে অঢেল প্লাস্টিকের পসরা

পসরা। এমনকী পুজোর সামগ্রী বিক্রেতারাও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করছেন নির্ভয়ে। কেউ এসে একবার বলছেও না সাগরে প্লাস্টিক ব্যবহার অনুচিত। অথচ ইতিমধ্যেই আইন করা হয়েছে পাহাড় ও সাগরে প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ। সাগরের বালুতটে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে আইন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্লাস্টিক উচ্ছিষ্ট। প্রশাসন অবশ্য সামাল দেওয়ার জন্য তুলে ফেলার ব্যবস্থা করে প্লাস্টিকের পাপ।

কিন্তু প্রশ্ন ডালা সহ দোকানে দোকানে এত প্লাস্টিক কেন? সাগর তটে কি সত্যি প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা যায় না? প্রশাসনের এক কর্মী বললেন সচেতনতা গড়ে না উঠলে এ পাপ বন্ধ করা অসম্ভব এই পুণ্যভূমিতে। এভাবে কতদিন প্রশাসন সমস্যা এড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে জানা নেই। ততদিন সাগরতটের ক্ষতি হয়ে যাবে না তো? পরিবেশবিদরা কিন্তু ইতিমধ্যেই অশনি সংকেত দিয়ে রেখেছেন।

উন্নয়নের ঢাক ফাটালো ৫ জেলা

পার্থসারথি গুহ

দেশের সার্বিক জিডিপি বা গড় উৎপাদনের হারের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি যে অনেকটাই বেশি একথা প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে। অন্যান্য অনেক দিক থেকে রাজ্য যে এগিয়ে তার গুণকীর্তনও করেন তিনি। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক যে রাজ্যের কর্ণধার সবকিছুই ভালো দেখবেন বা বলবেন। দেখবেন বাবা-মায়েরা সন্তান যতই অবাধ্য বা দুষ্টু হোক না কেন, সেটা রেখেঢেকে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এটাই মূলত অভিভাবকের স্বভাব। কিন্তু রাজ্য যতই নিজের ঢাক পেটাক না কেন, যতই কন্যাশ্রী-যুবশ্রী নিয়ে ট্যাবলো সংকীর্তন হোক না কেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে রাজ্যের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে। এত কিছুর পরেও এই বিশ্বায়নের ভরপুর জমানাতেও দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দু-দুটি জেলা সারা ভারতের মোট ১১৫ টি পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যে একদম প্রথম সারিতে রয়েছে। এর মধ্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের স্থান যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ। এছাড়াও মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদিয়াও এই কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই তালিকায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জঙ্গলমহলভুক্ত জেলা ও কোচবিহারের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মান বাঁচিয়ে এই ৩ জেলা বাদ পড়েছে।

প্রশ্নটা তা নিয়ে নয়। বরং মা-মাটি-মানুষের সরকার যখন চারিদিকে এত উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তখন কেন বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ দেশের পিছিয়ে পড়ার জেলার মধ্যে ওপরের সারিতে? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছে সরকার থেকে প্রশাসন। কথা উঠছে তাহলে এত উন্নয়নের কথা স্রেফ ঢক্কানিনাদ হয়েই থেকে যাচ্ছে। এই ৫ জেলার মানুষের কাছে তাহলে কি উন্নয়নের সুফল পৌঁছাচ্ছে না। এত যেসব প্রকল্প যাতে সরাসরি সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘটা করে বলা হচ্ছে, তা কি তৃণমূল স্তরে পৌঁছাচ্ছে না। নাকি প্রকৃত আর্তের কাছে বা পিছিয়ে পড়া মানুষের হাতে পৌঁছানোর অনেক আগেই তা বেহাত হয়ে যাচ্ছে।

এই দিকটা সবার আগে 'পয়েন্ট-আউট' করা বিশেষ প্রয়োজন। ফড়েরা যেমন কৃষিজাত পণ্য সাধারণের হাতে পৌঁছানোর অনেক আগেই তা দুর্মূল্য করে তোলে ঠিক তেমনই উন্নয়নের রাস্তাতেও যে প্রচুর 'মিডলম্যান'-এর আবির্ভাব হয়েছে সেটা আর না বললেও চলে। একথা যে মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন না তা কিন্তু নয়। নিজের দলের জেলা নেতাদের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিরস্কারও করতে দেখা যায় তাঁকে প্রায়ই। তাও তিনি চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আবার যেই কে সেই হয়ে যাচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

২৫ তম সম্প্রীতি মেলা
ব্যবস্থাপনায় : ভদ্রেশ্বর পৌরসভা
৪ঠা থেকে ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৮ ● স্থান : সুভাষ ময়দান
তৎসহ
পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা
সময় : প্রত্যহ বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।
মেলায় থাকছে নাগরদোলা, ব্রেকড্যান্স, মিকিমাউস, নানা ধরনের মণিহারির দ্রব্য, বস্ত্র এবং নানা স্বাদের খাদ্য সামগ্রী।
মেলার উদ্বোধন করবেন পৌরসভার উপ-পৌরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সমস্ত সিআইটি মেম্বার এবং পৌর সদস্য-সদস্যা বৃন্দ। প্রয়াত প্রাক্তন পৌরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে মেলার শুভ সূচনা হবে।
সমগ্র মেলার তদারকির দায়িত্বে থাকবেন মেলার সম্পাদক প্রভাষ দত্ত

বছর শেষেও বুলদের রণহুঙ্কার, জামানত জব্দ বেয়ারদের

পার্থসারথি গুহ

বছরের একদম শেষে এসে একটা সালতামামি হয়ে থাকে সব গণমাধ্যমেই। এর মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে বাদ যায় না প্রিন্ট মিডিয়াও। যথারীতি শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও সেরে ফেলা যায় এমন একটা শেয়ারতামামি। ২০১৭ বছরটা যে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তা বোধহয় বিশদে না বললেও চলে। এই বছরেই নিফটি পার করেছে ১০ হাজারের মাইলস্টোন। এতদিন পর্যন্ত ক্রিকেট তারকাদের ১০ হাজার রান করা নিয়ে প্রচুর গপ্প গত। এখন সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অর্থ বাজারের ১০ হাজার। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলতে হলে লেখা যায়, নিফটি নট আউট ১০,৫০০। যেভাবে এই সূচক এগোচ্ছে তাতে আগামী এক বছরে অন্তত ১২ হাজার তো হবেই হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭-র গোড়ায় ৮ হাজারের সামান্য নিচে থাকা নিফটি এখন ১০৫০০। তার মানে বিগত একটি বছরে শেয়ার বাজার তথা নিফটি পাড়ি জমিয়েছে ২৬০০ পয়েন্ট। এটা কি আর কোনওভাবে উপেক্ষা করা যায় না।

২০১৭ এর ইনিংস সাজানো প্রচুর বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। এর সঙ্গে নিয়ম করে রান এসেছে সিঙ্গলসের মাধ্যমেও।যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার অপরিবর্তিত থাকা, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে।

অর্থনীতি

বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না।

একমাত্র আমেরিকা–উত্তর কোরিয়ার উত্তেজনা চরমে ওঠা বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়।

দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। এজন্যই এই অর্থ বাজারে সফল হতে হলে অবশ্য কর্তব্য হল টেকনিক্যালস ও ফান্ডামেন্টাল নিয়ে নিজেকে আগে প্রস্তুত করা।

সিআই এফ এসে ১১৮ খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে ১১৮ জন খেলোয়াড় নেবে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সি আই এস এফ)। নিয়োগ করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর (এক্সিকিউটিভ–৩১) ও হেড কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি–৮৭) পদে। সি আই এস এফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : অ্যাথলেটিক্স : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০০ মিটার ইভেন্টে ২টি, ৪০০ মিটার ইভেন্টে ২টি, ৮০০ মিটার ইভেন্টে ১টি, ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে ২টি, জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে ১টি, হ্যামার থ্রো ইভেন্টে ১টি, শট পাট ইভেন্টে ১টি শূন্যপদ। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০০ মিটার ইভেন্টে ১টি, ২০০ মিটার ইভেন্টে ১টি, ৪০০ মিটার ইভেন্টে ২টি, ৮০০ মিটার ইভেন্টে ২টি, শট পার্ট ইভেন্টে ২টি, ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে ২টি।

বক্সিং : পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৯ কেজি, ৫২ কেজি, ৬০ কেজি ও ৬৪ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি করে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি, ৫১ কেজি, ৫৪ কেজি, ৫৭ কেজি ও ৬০ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি করে।

বাস্কেটবল : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০টি।

ফুটবল : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০টি।

জিমন্যাস্টিক্স : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩টি।

হকি : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬টি।

জুডো : পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬০ কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৬৬ কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৭৩ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৮কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৫২ কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৫৭ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি।

শ্যুটিং : রাইফেল ও পিস্তল ইভেন্টে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫টি করে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩টি করে।

সুইমিং : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫০ মিটার, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ক্যাটেগরিতে ফ্রি স্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক ও বাটারফ্লাই ইভেন্টে ২টি করে।

ভলিবল : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০টি।

রেসলিং : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৭ কেজি ফ্রি স্টাইল, ৬১ কেজি ফ্রি স্টাইল, ৬৫ কেজি ফ্রি স্টাইল, ৫৯ কেজি গ্রেকো–রোমান, ৬৬ কেজি গ্রেকো–রোমান ও ৭১ কেজি গ্রেকো–রোমান ক্যাটেগরিতে ১টি করে।

ওয়েট লিফটিং : পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৬ কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৬২ কেজি ক্যাটেগরিতে ২টি, ৬৯ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি, ৫৩ কেজি, ৫৮ কেজি, ৬৩ কেজি, ৬৯ কেজি ক্যাটেগরিতে ১টি করে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে যে–কোনও শাখায় স্নাতক। হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

খেলাধূলার যোগ্যতা : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ইভেন্টের ক্ষেত্রেই সিনিয়র বা জুনিয়র বিভাগে স্বীকৃত কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পদক পেয়ে থাকতে হবে। হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ইভেন্টের ক্ষেত্রেই সিনিয়র বা জুনিয়র বিভাগে জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় যে–কোনও পদক জিতে থাকতে হবে অথবা জাতীয় স্তরের স্কুল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই শেষতম প্রতিযোগিতায় প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে।

দৈহিক মাপজোক : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৬৫ সেমি ও ১৬২.৫ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৫৫ সেমি ও ১৫৪ সেমি)। বুকের ছাতি : শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬৭ সেমি (গোর্খা ও আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৩ সেমি। বুকের ছাতি : শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না–ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ ও ৮৬ সেমি। সবক্ষেত্রে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে আবেদন করা যাবে না। বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, তির্যক চাউনি, শিরাস্ফীতি থাকলে চলবে না।

বয়স : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ২–২–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১–৮–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

কাজের খবর

বেতনক্রম : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ২৫,৫০০–৮১,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ট্রায়াল টেস্ট, প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট এবং মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে–ক্রীড়াক্ষেত্রের শূন্যপদে দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে নির্দিষ্ট ঠিকানায় : ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে ঠিকানা : অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, APWZ HQRS, E–301, SECTOR–10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI–400614, MAHARASHTRA, বক্সিংয়ের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, APSZ HQRS, 'D' BLOCK, RAJAJI BHAWAN, BASANT NAGAR, CHENNAI–600 090, TAMIL NADU, বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে DY INSPECTRO GENERAL, CISF UNIT BOKARO, BOKARO STEEL CITY–01, BOKARO–827 001, JHARKHAND.

ফুটবলের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF DAE ZONAL HQRS, POST–ECIL, HYDERABAD–500 062, ANDHRA PRADESH. জিমন্যাস্টিক্সের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF UNIT SSG NOIDA, GREATER NOIDA, POST : SURJAPUR, DIST : G B NAGAR–201 300, UTTAR PRADESH. হকির ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF UNIT RSP ROURKELA, DIST : SUNDERGARH, ROURKELA–769 011, ODISHA. জুডোর ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF CGBS HQRS, JAMNAGAR HOUSE, SAHAJAHAN ROAD, NEW DELHI–110 001.

শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF RTC BARWAHA, POST–DARIYA MAHAL, DIST–KHARGONE, MADHYA PRADESH–451 115, সুইমিংয়ের ক্ষেত্রে DY INSPCTOR GENRAL, CISF DOS HQRS, ANTRIKSH BHAWAN, NEW B E L ROAD, BANGALORE – 560 094. KARNATAKA. ভলিবলের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF UNIT DSP DURGAPUR, POST : DURGAPUR, DIST : BURDWAN, WEST BENGAL – 713 203. ওয়েট লিফটিংয়ের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISFAPNEZ HQRS PREMISES–553, EAST KOLKATA TOWNSHIP KASBA, KOLKATA–700 107, WEST BENGAL. রেসলিংয়ের ক্ষেত্রে DY INSPECTOR GENERAL, CISF UNIT DMRC, POST : SHASTRI PARK, NEW DELHI–110 053, খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.cisf.gov.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* চার কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। দু'টি ফটো দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার ওপর সই করবেন। বাকি দু'টি ফটো দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

* ফি বাবদ ১০০ টাকার ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার। তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি দিতে লাগবে না। পোস্টাল অর্ডার ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে প্রদেয় হতে হবে। অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রে 'Assistant commandant/DDO CIFS APWZ HQRS Navi Mumbai'–এর অনুকূলে জিপিও মুম্বইয়ে, বক্সিংয়ের ক্ষেত্রে 'Assistant commandant/DDO CISF APSZ HQRS Chennai'–এর অনুকূলে জিপিও চেন্নাইয়ে, বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে 'Assistant Commandant/DDO CISF Unit BSL Bokaro'–র অনুকূলে জিপিও বোকারোতে, ফুটবলের ক্ষেত্রে 'Assistant Commandant/DDO CISF DAE HQRS Hyderabad'–এর অনুপূলে জিপিও হায়দরাবাদ, জিমন্যাস্টিক্সের ক্ষেত্রে 'PAO/CISF New Delhi'–র অনুকূলে জিপিও নয়াদিল্লিতে, হকির ক্ষেত্রে 'Assistant Commandant/DDIM CISF Unit RSP Rourkela'–র অনুকূলে জিপিও রৌরকেলায়, জুডোর ক্ষেত্রে 'PAO/CISF New Delhi'–র অনুকূলে জিপিও নয়াদিল্লিতে, শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রে "Assistant Commandant/DDO CISF RTC Barwaha'–র অনুকূলে জিপিও বারওয়াহায়, সুইমিংয়ের ক্ষেত্রে Assistant Commandant/DDO, CISF DOS HQRS, Bangalore'–র অনুকূলে জিপিও ব্যাঙ্গালোরে, ভলিবলের ক্ষেত্রে 'Assistant Commandant/DDO, CISF Unit DSP Durgapur'–এর অনুকূলে জিপিও কলকাতায়, ওয়েট লিফটিংয়ের ক্ষেত্রে 'Assistant Commandant/DDO, CISF AP (E and NEZ) HQrs Kolkata'–র অনুকূলে জিনিও কলকাতায় এবং রেসলিংয়ের ক্ষেত্রে 'PAO/CISF New Delhi'–র অনুকূলে জি পিও নয়াদিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে।

* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল।

* শিক্ষাগত ও খেলাধূলার যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল।

* কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

*পার্বত্য এলাকায় প্রার্থী হওয়ায় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাডমিট কার্ড (অ্যানেক্সচার 'টু')।

* যথাযথভাবে পূরণ করা কোয়েশ্চেনিয়ার ফর্ম (অ্যানেক্সেচার 'এইচ')।

* কর্মরতদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পূরণ করা 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' ফর্ম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ – ৫ জানুয়ারি, ২০১৮

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

শব্দবার্তা ৬০

১		২	■	■	৩	■	৪
	■	৫	৬				
৭		■		■		■	■
	■	■	■	৮			৯
১০		১১		■	■	■	
■	■		■	১২	■	১৩	
১৪					১৫	■	
	■		■	■	১৬		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অস্ত্রচিকিৎসক ৫। কে ছোট কে বড় তার বোধ ৭। সত্য, অকৃত্রিম ৮। বিখ্যাত ১০। এভাবে কিছু করা মানেই তো ফাঁকি দেওয়া ১৩। সাহেব — গোলাম ১৪। রেডিওতে যা প্রচার করা হয়েছে ১৬ রুদ্রবীণা।

উপর–নীচ

১। বহুরকমের প্রচেষ্টা ২। চোঙ, রাজা ৩। লাল আভাবিশিষ্ট ৪। এক ধাতু ৬। উৎকোচ ৯। দেশের আমুল পরিবর্তন ১১। — সভা ১২। লম্বা সরলরেখা ১৪। সমুদ্রের জোয়ার–ভাটা ১৫। বিলম্ব।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৯

পাশাপাশি : ১। কায়দাকানুন ৫। দেবর ৬। ওজস্বল ৯। পদব্রজ ১০ নির্যাস ১১। নয়নচকোর।

উপর–নীচ : ১। কাঠি দেওয়া ২। কাউন্সিল ৩। নদের চাঁদ ৪ সুর ৭। স্বস্তিকাসন ৮ রাজকুমার ৯। পরিধান ১০। নিষ্ক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ঘুটিয়ারি শরিফ হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ হোটেল ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। সাত সকালে দেহ উদ্ধার নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফে। মৃত যুবকের নাম শওকাত আনসারী(৩০)। পুলিশ ও হোটেল সুত্রে জানা গিয়েছে শনিবার বিহারের মুজাফ্ফরপুরের কল্যাণপুর জমিন মাধিয়ার যুবক শওকাত আনসারি হাওড়া জেলার লিলুয়ার পাটুয়াপাড়ার বাসিন্দা অঞ্জলি শর্মাকে নিয়ে স্বামী–স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ঘুটিয়ারি শরিফে সাথী হোটেলের ১২নং রুমে ওঠে। রবিবার সকালে সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থা শওকাতকে ঝুলতে দেখে অঞ্জলি শর্মাকে আটকে রেখে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়িতে হোটেল কর্তৃপক্ষ খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ওই মহিলাকে আটক করে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সাথী হোটেলের মালিক মান্নান দেওয়ান এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। হোটেলের ১২ নং ঘরটি বর্তমানে তালা দেওয়া।

স্বামী–স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে থাকা স্বত্ত্বেও কি ভাবে এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে আটক মহিলাক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

মুকুল ম্যাজিকে তৃণমূলে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'জন জাগরন যাত্রা'র প্রথম দিনে ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বীরভূমের দুবরাজপুরে আসেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। মুকুলকে দেখতে শীতের সন্ধ্যায় উপচে পড়ে ভিড়। মুকুল রায়ের হাত ধরে জেলায় শুরু হয় তৃণমূলের ভাঙন। মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেয় ঘাটগোপালপুরের তৃণমূল নেতা মোতায়ের খান, জেলাপরিষদ সদস্য অনুপ গড়াই, রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সহসভাপতি গৌতম সাহা সহ ৫০০০ তৃণমূল কর্মী সর্মথক। তাতিপাড়া রক্ষাকালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। রাত এগারোটা পর্যন্ত রোড শো করেন।

সাধারন মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। ২৩শে ডিসেম্বর সকালে বক্রেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে পাথরচাপুড়ি দাতাবাবার মাজারে চাদর চাপান। তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে মুকুল রায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'অনুব্রতর জন্য আমার একটা কাউন্সিলরই যথেষ্ট।' ২৪শে ডিসেম্বর সাঁইথিয়ার এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুকুল রায়। সেখান থেকে তিনি ডিএম, এসপি, সাঁইথিয়ার ওসিকে হুঁশিয়ারি দেন।

কেষ্টকে হুশিয়ারি লকেট, দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপিকে তাঁতিপাড়ায় মুকুল রায়ের সভার করার অনুমতি দিয়েও পরে বাতিল করে দেয় প্রশাসন। প্রতিবাদে সদর শহর সিউড়িতে ২৪ ডিসেম্বর দুপুরে মহামিছিল করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন মুকুল রায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং জেলা নেতৃত্ব। পরে প্রতিবাদ সভা করা হয়। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অনুব্রত মন্ডলকে বলে যাচ্ছি মাথায় অক্সিজেন যায় না, আমাদের মেয়েদের দিয়ে কানের গোড়ায় এমন দিয়ে দেবো কানে তালা বন্ধ করে গঙ্গায় চাবি ফেলে দেবো।' মুকুল রায় বলেন, 'অনুব্রতর নামে এখনই মুখ খুলছি না। যেদিন খুলবো সেইদিন ওকে সরিয়ে দেবে তৃণমূল। নয়তো ও নিজে থেকেই পদত্যাগ করবে।' রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত জায়গায় জন জাগরণ সভা হবে। পুলিশ অনুমতি দিলে ভালো, না দিলেও সভা হবে। রাজ্যের সব জায়গায় সভা করে দেখাবো। লালুপ্রসাদ জেলে গেছেন। মুলায়ম সিং ও তাঁর ছেলেও জেলে যাবেন। বিজেপির পিছনে বেশি লাগলে অনুব্রতও জেলে যাবে। সঙ্গে দুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে দেবো।' মিছিলে আসার সময় দেউচা, কোটাসুর, মল্লারপুর, লাভপুরে বিজেপির বাস আটকে দেয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ বিজেপির। প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিরাচরিত প্রথা মেনে ছাতিমতলায় ব্রাহ্ম উপাসনার মাধ্যমে গত ২৩ ডিসেম্বর ৭ পৌষ থেকে শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী ১২৩তম পৌষমেলা। উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য। নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের 'শিশু বান্ধব কর্নারে'র উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। এবারের পৌষমেলা ৭ পৌষ থেকে ১২ পৌষ পর্যন্ত। শান্তিনিকেতন রোডে সকাল ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে জোরদার। সাদা পোষাকের পুলিশ, মহিলা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। ১৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা, সাতটি ওয়াচ টাওয়ার, আটটি ড্রপ গেট, একটি পুলিশ কনট্রোল রুম, পুলিশ সহায়তাকেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে পৌষমেলায়। অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামাল দিতে কিছু ট্রেনে অতিরিক্ত কামরা সংযোজন করা হয়েছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক ছয়শো, অন্য ১২৫০টি স্টল হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির স্টল রয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিজেপির স্টলে আসেন মুকুল রায়। মেলায় কিছু দোকানদার উনুন জ্বালিয়ে রান্না করছে। শিশু শ্রমিক কাজ করছে মেলার স্টলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার ১২৫০ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণ ধর্মে দীক্ষিত হন মহর্ষি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ৭ পৌষ। ১৮৯৪ সালে প্রথম পৌষমেলা শুরু হয়েছিলো।

সাগরদ্বীপকেও কুম্ভ মতো করা সম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেরিতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম ধর্মীয় গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রকে বছরভর পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে উত্তীর্ণ করা সম্ভব। শুধুমাত্র প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কারণ এই সময় সারা ভারতবর্ষ এমনকি বিদেশ থেকেও পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা আসেন সাগরমেলায়। সম্প্রতি তিনদিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে সাগরদ্বীপে যান। তিনি রুদ্রনগর কৃষি মেলায় জানান, কেন্দ্র লট নম্বর–৮ থেকে মুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত সেতু নির্মাণে রাজি হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রতি বছর মেলার সময় মুড়িগঙ্গার পলি ভেসেল চলাচলে 'ভিলেন' হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পলি ড্রেজিং করতে হয়। বছরের অন্যান্য সময়েও সাধারণ মন্ত্রী ও বহিরাগত পুণ্যার্থীরা সমস্যায় পড়েন। মুড়িগঙ্গায় সেতু হলে সাগরদ্বীপে যাতায়াত অত্যন্ত সুগম হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাগরদ্বীপে উপস্থিত হয়ে মুখ্যসচিব মলয় দে ও পরিবহন সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সরেজমিনে

ঘুরে দেখেন। তিনি সাগরদ্বীপকে কেন্দ্র করে বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জ ও সুন্দরবনের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানকে পর্যটন প্যাকেজ করতে নির্দেশ দেন। তিনি ভারতবর্ষের চার কুম্ভ ধামের মতো গঙ্গাসাগরকেও জাতীয় মেলা ঘোষণার দাবি তোলেন। মুড়িগঙ্গায় সেতু হলে সারা বছরই পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরা সাগরদ্বীপে আসতে পারবেন। বদলে যাবে এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। হরিদ্বারে বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ হয়, কিন্তু স্রোতস্বিনী গঙ্গায় ব্রহ্মকুন্ড, হর–কী–পৌড়ি ঘাট সহ অন্যান্য ঘাটে সারা বছরই পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা ভিড় জমান। হরিদ্বারের মতো যদি প্রতিদিন গঙ্গা আরতি সহ নানা ধর্মীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রচুর মানুষ সারা বছর এখানে আসবেন। এছাড়া মেলার মতো সারা বছর নানা পরিষেবা সরকারকে চালু করতে হবে। কপিল মুনি মন্দিরের উত্তরাধিকারী সঞ্জয় দাস বলেন, চার কুম্ভের মতোই বিশাল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য রয়েছে সাগরমেলায়। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন, সারাবছর পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের আসার জন্য মুড়িগঙ্গায় সেতু নির্মাণ সর্বাগ্রে দরকার। তিনি আরও বলেন, বাম সরকার সাগরের উন্নতিতে কিছুই করেনি। সাগরদ্বীপের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফেও সহায়তা মেলা দরকার। সাগরমেলা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেলেই এটা সম্ভব।

পশ্চিম বর্ধমানে জাতীয় সড়কের ওপর ফুটব্রিজের ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আন্দুল গ্রাম মোড় সহ আরও চারটি জায়গায় বামনা মোড়, চান্দা মোড়, বাঁসলা মোড় ও বাঁসকোপা মোড়ে জাতীয় সড়কের ওপর ফুটব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে এনএইচএআই–এর প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করে। বহুদিনের প্রতিক্ষিত এই ফুটব্রিজ করতে পেরে মন্ত্রী তথা আসানসোল লোকসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় খুবই আনন্দিত বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন মানুষের উন্নয়ন ও সুবিধার জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

ক্যানিং স্টেশনে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটলো। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনে। রেলপুলিশ সুত্রে জানা গেছে এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ ক্যানিং রেলওয়ে স্টেশনের ১নং প্লাটফর্মের পাশে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে আগুন জলতে দেখে ক্যানিং রেলওয়ে স্টেশন মাষ্টার অভিমন্যু রায় কে খবর দেন। ষ্টেশন মাষ্টার ক্যানিং দমকলে খবর দিলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে ১০–৪৫ এ। দমকলের গাড়ি আসার আগে আগুনের পরিধি বাড়তে দেখে ক্যানিং ষ্টেশনের আরপিএফ এর এএসআই মন্টু চন্দ্র চৌধুরী আগুন নেভানোর উদ্যোগ নিয়েই বালতি করে জল ঢালতে থাকেন।পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্তে রেলপুলিশের অনুমান কেউ হয়তো বিড়ি খেয়ে পরিত্যক্ত রেলওয়ে কোয়ার্টারে ফেলার জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার ঘটনায় কেউ হতহত হয়নি।

ফের রাস্তার কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উলুবেড়িয়ার হিরাপুর গ্রামে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজ বারে বারে বিঘ্নিত হচ্ছে। শান্তি–শৃঙ্খলা ও বিঘ্নিত হয়ে সম্প্রতি সমীর অধিকারীর মাথায় সেলাই দিতে হয়েছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ। সাংবাদিক নিগৃহীত হচ্ছে। প্রশাসনিক কোনও উদ্যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

গত ২৩ ডিসেম্বর হিরাপুর শিবতলা হাট থেকে পশ্চিমমুখী পোকপুঁজি পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজে কনট্রাকটরের লোকজনকে কাজের শিডিউল দেখতে চাইলে, তা দেখাতে সক্ষম হয়নি। উত্তর হিরাপুর গ্রামের বাসিন্দারা এজন্য রুষ্ট হয়ে কাজ বন্ধ করার কথা বলেন, প্রতিবেদনকারীর সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত নতুনভাবে রাস্তার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আনার মোল্লার বাড়ির কাছ থেকে রাস্তার পুরনো ইঁট তুলে পাশেই জড়ো করে রাখা পড়ে আছে। কারুর কোনও হেলদোল নেই।

শুরু হল মাজু বরদা মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাজু আর এন বসু হাই স্কুল মাঠে 'মাজু সবুজ সংঘের' পরিচালনায় শুরু হল বরদা মেলা। শ্রদ্ধেয় বরদাপ্রসাদ বসু ছিলেন মাজু আর এন বসু স্কুলে প্রতিষ্ঠাতা। এ বছর মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চটি তৈরি হয় অঞ্জনা মণ্ডল ও লাল্টু মণ্ডলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। মেলা ঘিরে প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য, পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো, থাকছে যাত্রাপালা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলায় থাকছে খাবারের স্টল, মনোহারী দোকান ও ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। এই মেলা চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

খেঁজুর গাছ জ্বলছে ইঁটভাটায়, গুড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

মলয় সুর, হুগলি : ইঁট ভাটায় খেজুরগাছ জ্বলছে। গ্রাম বাংলার মাঠে আজ খেজুর গাছের দেখা পাওয়া মুশকিল। এর সঙ্গে খেজুর রস। শীত পড়েছে ঠিকই। তবুও বাজারে মিলছে না ভালো নলেন গুড় বা পাটালি। স্বাভাবিকভাবে ভরা অগ্রহায়ণ বা পৌষে পিঠেপুলির স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ভোজন রসিক বাঙালি। খেজুর গাছ কমে যাওয়ায় আজ বিকল্প আয়ের খোঁজে শিউলিরা। শীত মানেই নলেন গুড়, ঝোলা গুড় আর পাটালি। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে এক শ্রেণির মানুষ লিপ্ত হয়েছেন খেজুরগাছ কাটায়। মাঠে গাছ কেটে সেগুলোকে চালান করে দেওয়া হচ্ছে ইঁটভাটায়। কিন্তু খেজুরগাছ কেন? গাছ কাটার সঙ্গে যুক্ত সুকুমার দাস বলেন, ইঁট ভাটা গুলোয় যে শুধু খেজুরগাছ লাগে এমন কথা নয়। তবে খেজুর গাছের চাহিদা বেশি। কারণ ভাটায় ইট পোড়াতে বিপুল পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হয়। অন্য কাঠের তুলনায় কম দাম ও সহজে আগুন ধরানো যায় বলে ইঁট ভাটাগুলোর প্রথম পছন্দ খেজুর গাছ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন শিউলিরা। সারা বছর ধরে তাঁরা শীতকালের দিকে চেয়ে থাকেন। নিজেদের গাছ ছাড়াও ভাগে নেওয়া গাছ পরিষ্কার করেন। সেই গাছ থেকে রস বের করেন তাঁরা। কিন্তু চলতি বছরে যেন উভয় সংকটে পড়েছেন এরা। একদিকে মাঠের গাছ চলে যাচ্ছে ইঁট ভাটায়। অপরদিকে কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টির জন্য প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এখনও যে কটি খেজুরগাছ রয়েছে তাতে রস কম হচ্ছে। নদিয়া জেলার মাজদিয়া এবং তার আশেপাশে অঞ্চলের গুড় বিখ্যাত। এছাড়া কাটোয়া লাইনে জিরাট, সমুদ্রগড়, অম্বিকা কালনা প্রভৃতি এলাকার নলেন গুড়, পাটালি প্রসিদ্ধ হলে কিহবে খেজুর গাছ সহ নানা সমস্যায় নতুন প্রজন্মের কেউ আর গাছ কাটার পেশায় আসতে চাইছে না। যে কজন পুরনো মানুষ এখনও এই পেশায় রয়েছেন তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন গুড় শিল্পকে। তাই এখনও হয়তো বাজারে কম বেশি মিলছে নলেন গুড়। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। এইভাবে চলতে থাকলে আগামীতে ইতিহাসের অতলে হারিয়ে যাবে খেজুর রস বা নলেন গুড়।

সুন্দরবনে সপরিবারে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সাগরে ঠিক তখনি রাজ্যের সর্বময় সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী পরিবার সহ সুন্দরবন ভ্রমণে গেলেন । গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁর কনভয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার গদখালিতে পৌঁছায়। সেখানেই রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী কে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে গার্ড অফ অনার দেয়। এরপর গদখালি ঘাট থেকেই সপরিবারেই বেরিয়ে পড়েন সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে রাজ্যপাল সারাদিন সুন্দরবন ঘুরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

এদিন রাজ্যপালের সফরসঙ্গী হিসাবে ছিলেন ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী।

প্রচারের আড়ালে শিক্ষক অমল স্যার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিংঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবিবাহিত শিক্ষক অমল পন্ডিত, তাঁর নিরলস কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সমাজে বাধা পড়ে আছেন। একদা এবং বর্তমান মানুষ গড়ার কারিগর। এক সময় শিক্ষকদের সম্পর্কে যত বেশি ভালো বলা কিংবা বিচার করা যেত, বর্তমানে সেই ধারণাটা বিশাল কঠিন। কিন্তু ব্যতিক্রমী সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের মহেশপুরের শিক্ষক অমলবাবু।

একদা শিক্ষক অমলবাবু এমনই প্রেরণা পেয়েছিলেন আর এক প্রবাদপ্রতীম পিতৃতুল্য তথা সুন্দরবনের গর্ব ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে। আর তাঁরই অনুপ্রেরণাতেই দীর্ঘ প্রায় ২৬ বছর ধরে কোলে–পিঠে মানুষ করে চলেছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ পরিবারের ছেলে–মেয়েদেরকে। মহেশপুর গ্রামে নিজ পৈতৃক ভিটের উপর একটি আশ্রমও গড়ে তুলেছেন। আশ্রমটি তার পিতৃদেবের নামাঙ্কিত মহেশপুর রাখাল চন্দ্র সেবাশ্রম। নদী–নালা বেষ্টিত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মহেশপুর গ্রাম। সেখানে যশোদা বিদ্যাপীঠ (হাইস্কুল) এ দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। সম্প্রতি স্কুলের শিক্ষকতা

থেকে অবসর নিয়েছেন। ১৯৯০ সালে নিজের পিতৃসম্পত্তির উপর একচালা একটি ঘর তৈরি করে শুরু করেন আশ্রম। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে অসহায়, অনাথ, দরিদ্র ছেলে–মেয়েদের খুঁজে নিয়ে আসেন নিজের আশ্রমে। প্রথম দিকে সংখ্যাটা আট থাকলেও বর্তমানে তা ত্রিশ ছাড়িয়েছে। একদা একচালা আশ্রমটি বৃক্ষের ন্যায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের মানুষজন থেকে সকলেই এক বাক্যে মাস্টার মশাই নামে জানেন এবং ডাকেন। এহেন মানুষটি সাধারণের থেকেও অতি সাধারণ। একটি পরিহিত ধুতি, পাঞ্জাবি ও কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগই তার একান্ত সঙ্গী। শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাইয়ের হাতে মানুষ হয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অমলবাবু জীবনে সংসার ধর্মের কথা ভাবেননি। তার একমাত্র কারণ পাছে যদি আশ্রমের কাজে বাধা পড়ে। এলাকার মানুষজনই তার একমাত্র ভরসা। সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করেন তাঁদের প্রিয় মাস্টারমশাইকে। এক সময় নিজের বেতনের টাকা দিয়ে আশ্রম চালিয়েছেন। আর অবসরের পর এখন তিনি সংকটময় হয়ে অনটনের মধ্য দিয়ে আশ্রম চালাচ্ছেন বলে জানান অমলবাবু।

প্রতিদিনই সকালে বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মুখ ধুইয়ে পড়াতে বসান। সাথে সবার জন্য টিফিন থাকে বাতাসা, মুড়ি, চানাচুর যখন যেমন থাকে। এরপর স্নান সেরেই সকলেই স্কুলে যায়। আশ্রমের পাশেই প্রাথমিক এবং হাইস্কুল, সেখানেই যায় সকলে। আবার টিফিনের সময় আশ্রমে এসে সকলেই এক সাথে দুপুরের খাবার খায়। স্কুল ছুটির পর একটু খেলাধুলা তারপর আবার পড়া। এই ভাবেই অমল মাস্টার চালিয়ে আসছেন নিজের আশ্রম। এমনকি স্থানীয় গ্রামের মহিলারা খুবই সামান্য পারিশ্রমিকে মাস্টার মশাইয়ের আশ্রমের রান্না ও ঘর মোছার কাজ করে দেন। যত দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই চিন্তাশীল হয়ে পড়ছেন অমল মাস্টার।

জীবন সায়াহ্নে এসে একদা ব্যাপক চিন্তামগ্ন। তাঁর এক এবং অদ্বিতীয় চিন্তা তাঁর মৃত্যুর পর কে সামলাবেন এই নিজের হাতে গড়া আশ্রমকে! তবে ইতিমধ্যে অমলবাবুর শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের বেশ কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রী পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেই সুশান্ত পাত্র, শেফালি পাত্রদেরকে পাশে পেয়ে কিছুটা হলে ও মনোবল ফিরে পেয়েছেন মাস্টার মশাই। কিন্তু বিশাল এই কর্মযজ্ঞে আরও সহৃদয় মানুষকে পাশে পেতে চান অমলবাবু।

স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্খা আগামী দিনে সুন্দরবন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের প্রিয় মাস্টার মশাই অমল পন্ডিতের নাম। যা নব প্রজন্মের কাছে এক বিরলতম ইতিহাস।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মাশরুম প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ মাশরুম এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক। মাশরুম বিভিন্ন নামে পরিচিত। ভুঁইফোঁড়, পাতাল ফোঁড়, কোঁড়ক, ছাতু প্রভৃতি নাম। পৃথিবীর সর্বত্র এই ছত্রাক সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২০০১ সালে আমাদের দেশে ৫০ হাজার টন মাশরুম উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৯৬–৯৭ সালে ১০ হাজার টন মাশরুম সুইডেন, ডেনমার্ক, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মান, ফিলিপাইনস, আমেরিকা, হল্যান্ড, ইজরায়েল, কানাডা সহ অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়। আর সেই মাশরুম চাষে প্রত্যন্ত গ্রাম্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে স্বনির্ভরতার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি(আত্মা) প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন ক্যানিং ২নং ব্লকের কৃষি দফতর ও স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার মঠেরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি খামারে কৃষি দফতরের আর্থিক সহায়তায় ও স্থানীয় মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদনের উদ্যোগে মহিলাদের কে স্বনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী করে তোলার জন্য শুরু হল ঝিনুক মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ।

ক্যানিং ২নং ব্লক সহ–কৃষিঅধিকর্তা মিন্টু জানা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মা প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে ঝিনুক মাশরুম তৈরি জন্য স্পন (২০০ গ্রাম মাশরুম বীজ) দিয়ে আড়াই মাসে ৬ টি ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েই মাশরুম উৎপন্ন করে বাজারে পাঠানো হয়। ঝিনুক মাশরুম চাষ করতে মুলত প্রায় আড়াই তিন মাস সময় লাগে। ট্রেনিং শেষে প্রত্যেক মহিলাকে ৬টি স্পন(২০০ গ্রাম মাশরুম বীজের ৬টি প্যাকেট) দেওয়া হবে যাতে করে আর্থিক ভাবে উপকৃত হবে। মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদনের খোকন

মন্ডল জানান, বর্তমানে ২৫ জন মহিলা মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

সঙ্গীতা ঘোষ, বাণী প্রমাণিক, পূর্ণিমা প্রামানিক, সুপ্রিয়া দাস–রা জানালেন, আমরা এই ট্রেনিং নিয়ে চাষ করে স্বনির্ভর হতে চাই। কৃষি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রত্না সরদার জানান এক প্যাকেট (স্পন) ঝিনুক মাশরুম চাষ করতে ১৭ টাকা খরচ হয়। আর বাজারে বিক্রি হবে ১২০/১৫০টাকা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ – ৫ জানুয়ারি, ২০১৮

বাংলা আছে বাংলাতেই–বদল কিছুই হয় নি

নির্মল গোস্বামী

ছোট বেলায় বাবার মুখে একটা কথা শুনেছিলাম। বাবার ছিল তাস খেলার নেশা। কেউ একজন বাবার সঙ্গে খেলতে চাইলে বাবা বলেছিলেন তোর সঙ্গে খেলব না, কারণ তোর সঙ্গে খেলে 'জিতিলে পৌরুষ নাই, হারিলে অপযশ'। কথাটা ওই ছোট্ট বয়সেই ভারি মনে ধরেছিল, তাই স্মৃতিতে গাঁথা ছিল। আবার কথাটা মনে এলো গত ১৮ ডিসেম্বর গুজরাট নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতে। বেচারি মোদি এবং তার দল ১৮২ আসনের মধ্যে মাত্র ৯৯ টায় জিতল। তাও আবার 'বাবুয়া' রাহুল গান্ধির কাছে! সত্যিই তো এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। যাদের হাতে ভারতবর্ষের ক্ষমতা, এবং রাজ্যের ক্ষমতা। ডজনখানেক মন্ত্রী একমাস ভোর মাটি কামড়ে পড়ে থেকে, অকথা কুকথার জাল বিস্তার করে গুজরাট অস্মিতার ধ্বজা উড়িয়ে ছুঁচোর 'গু'কে পর্বতে তুলে (মণিশঙ্কর আয়ারের মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া 'নীচ কিসিম কা আদমি') সি–প্লেন চড়ে হাত নাড়িয়ে সেঞ্চুরির নিচে নামতে হল! তাই এই জয় নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি'র পক্ষে জয়ই নয়। তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে বাম নেতারা, কংগ্রেস নেতারা এবং বিভিন্ন চ্যানেলের সঞ্চালকরা এক যোগে বললেন এটা বিজেপির নৈতিক পরাজয়। অভিমন্যুকে মেরে সপ্তরথী যেমন চিরদিন অপযশের কলঙ্ক ভাগী হয়ে রয়েছেন ঠিক তেমনি অভিমন্যুরূপী রাহুলকে হারিয়ে মোদিজীও যশের দাবিদার নন। তবে মহাভারতে সেটা ছিল অন্যায় যুদ্ধ। তৎকালীন রীতি না মেনে যুদ্ধ করেছিল সপ্তরথী আর ভারতের গুজরাটে যুদ্ধ হয়েছে ন্যায় নীতি মেনে। তবুও গলা ছেড়ে বলব

যে এটা নৈতিক পরাজয় বটে। কারণ যে ভোট তারা পেয়েছে, যেসব সিট তারা জিতেছে তা গুজরাটের জনগণ ভোট দিয়েছে। এখানে পার্টির ভূমিকা কোথায়? আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী যেমন ভাবে ভোট যুদ্ধ দেখি কোথায় সেই যুদ্ধ? যে দল ২২ বছর এক টানা ক্ষমতায় আছে তারা ৯৯কে ১৫০ করতে পারল না এটা অবশ্যই ব্যর্থতা! তারা ভোটার লিস্টে কারচুপি করে প্রতি বুথে পাঁচ দশটা করে প্রকৃত বিরোধী ভোটারের নাম কাটাতে পারল না। ভোটের আগের দিন বিরোধী ভোটারকে ভয় দেখিয়ে বুথে যেতে থ্রেট করতে পারল না। একজন বঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতায় ২২ বছরের সরকার চালানো দলের বংশবদ হয়ে যায় পুলিশ প্রশাসন। সেই পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে ক্যাডারদের দিয়ে বুথ দখল করতে পারল না। এই নাকি ক্যাডার বেস দল বিজেপি!? শক্তিশালী সংগঠন কোথায় গেল ভোটের দিন? বোমা পিস্তল নিয়ে মোটর সাইকেল বাহিনী গ্রামে গ্রামে গিয়ে একটু ভয় দেখাল, ভোটের দিন বুথের আশে পাশে দু চারটে বোমা চার্জ করলে ভয়ে তো বিরোধীরা ভোট কেন্দ্রে যেতেই ভয় পেত। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে হারার সম্ভাবনা আছে জেনেও একটা ২২ বছরের সরকারি দল বুথে থেকে বিরোধী এজেন্টদের বের করে দিয়ে ছাপ্পা ভোট দিতে পারল না।

গুজরাটে যদি বোমা পিস্তল না থেকে থাকে তাহলে বাংলা থেকে তো চাইতে পারত। এখানকার পার্টি কর্মীরা নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করতে পারত।

আর ভোটে জেতার রণকৌশল কী কী হবে তা যদি রাহুল সিংহা বা দিলীপ ঘোষের থেকে মোদীজি পরামর্শ চাইতেন তবে তাঁদের বঙ্গ ভোটের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৎপরামর্শ নিশ্চয়ই দিতেন। তাতে করে এই রকম কান ঘেঁষে জেলা নিয়ে কেউ সমালোচনা করতে পারত না। মোদীজি বঙ্গ নেতাদের অবজ্ঞা করলেন। তাতে আর একটু হলে ভরাডুবি হচ্ছিলেন আর কি। আর বাবা বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের মারতে যদি নৈতিকতায় বাঁধে, তবে নিজেদের এক অখ্যাত অনামা কর্মীকে খুন করে ওই তিনটে ছোঁড়া যারা কংগ্রেসকে জেতাতে আদাজল খেয়ে লেগেছিল তাদের দু একটাকে ওই খুনের কেসে ফাঁসিয়ে দিন। দেখতেন বাছাধনরা হয় জেলের ভিতরে থাকত আর না হয় বিজেপি–র ঝান্ডা কাঁধে ভোটের প্রচার করত। আহা গুজরাটের পুলিশ যদি এসব কাজে সিদ্ধহস্ত না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারত। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মানস ভুঁইয়ার কেসের খবর কী দিলীপবাবু বা বিজয় বর্গীয়রা জানেন না? তাদের অভিজ্ঞতা গুজরাট ভোটে বিজেপি যখন কাজে লাগাতে পারল না তখন বুঝতে হবে দল সত্যিই ব্যর্থ। জনগণের স্বতস্ফূর্ত ভোটের উপর নির্ভর করে বোকারা, শক্তিহীনরা। দেখো নি পশ্চিমবঙ্গে পুর সভার ভোটে যে ওয়ার্ডের হারার সম্ভাবনা, সেখানে পাবলিক ভোট দিতে গেলে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় শাসক দল। ৭০ বছরের বৃদ্ধকে রাস্তায় ফেলে পেটায়। খোদ সল্টলেকের মতো অভিজাত এলাকায় এসব ঘাট। আরে বাবা নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে হবে? লড়াইয়ে নেমে জেতাটাই বড় কথা। এখানে মানে আমাদের রাজ্যে স্কুল কমিটির নির্বাচনে, সমবায়ের নির্বাচনে মানুষের লাশ পড়ে যায়। এমন কি পুলিশও মারা পড়ে। তাতে তো নির্বাচন বন্ধ হয় না। যারা গণতন্ত্রের বড় চ্যাম্পিয়ন সেই বাম রাজত্বে হাতে ভোট দেওয়ার জন্য হাত কেটে নিয়েছে। ভোটাররা যাতে ভোট দিতে না পারে তার জন্য আবাসনের মেন গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল তাদের জোর কি কম? আবার ছ'বছরের সরকারও কম যায় নি। সামান্য পুরভোটে ছাত্রদের বাইক আর পিস্তল হাতে তুলে দেওয়া হয় ভোট লুঠ করার জন্য। জনগণ তাড়া করলে বাইক ফেলে পালায় (পূজালির পুর ভোটে)। আমাদের দলের গোষ্ঠীর লড়াইয়ে মুড়িমুড়কির মতো বোমা বৃষ্টি হয়। কলকাতার রাজপথে হজ হাউসে ভাঙচুর হয়। যানবাহন বন্ধ জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত। কলেজ নির্বাচন রক্তপাত ছাড়া এ রাজ্যে সম্ভব নয়। সেখানে ঢোল বাজিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব করলে কী আর ৯৯টা ১৫০ হবে? ঢাক বাজানোর প্রয়োজন হলে এক বঙ্গ নেতার কাছে কিছুদিন ট্রেনিং নিতে হয়।

প্রবাদপ্রতীম পুরুষ গোখলে বলেছিলেন, বাংলার থেকে ভারতবর্ষ শেখে। বিজেপি বাংলার থেকে নির্বাচনী রণকৌশল শেখেনি আর বাংলাও বিজেপি থেকে কিছুই শিখল না। গণতন্ত্রে ১ ভোটে জেতা এম পি বা বিধায়কের যা মূল্য আর লক্ষ ভোটে জেতা ব্যক্তির একই মর্যাদা। গরিষ্ঠতা সংখ্যা ১ হলেও যা ফল ১০০ হলেও তাই ফল। জেতা জেতা, হার হারই। এটাই গণতন্ত্রের নির্যাস। এই সত্যকে ভুল বা ছোট করার প্রয়াসে না দেখিয়ে এ রাজ্যের নেতানেত্রীরা কেমন করে রক্তপাতহীন,অভিযোগহীন, ভয়হীন ভোট করতে হয় তা যদি বিজেপি সরকারের থেকে শিখতে চেষ্টা করত তাহলে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা পেত এ রাজ্যে। বাকি ভারত যা পারে বঙ্গে বাংলা যে কিছুই শেখেনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল সবং উপনির্বাচনে। সেখানেও মাথা ফাটল। ভোট মেশিন ছিনতাই করতে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হল। প্রমাণ হল বাংলা আছে বাংলাতেই বদল কিছুই হয় নি।

সবংয়ের জয়তেও মন ভরছে না শাসকের

একদিকে যখন পিন ড্রপ সাইলেন্স বা শান্তিপূর্ণ বাতাবরণের মধ্যে দিকে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন ও তার ফলাফল পর্ব সাঙ্গ হল ঠিক তখনই একটা ছোট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে ব্যাপক হিংসা প্রত্যক্ষ করল পশ্চিমবঙ্গ। হ্যাঁ, গুজরাটের শাসক দল ভোটে রিগিং করার ধারকাছ দিয়ে না যাওয়ায় কোনওমতে কান ঘেষে জিততে হয়েছে বিজেপিকে। এমনকি সেঞ্চুরিটা পর্যন্ত অধরা রয়ে গিয়েছে টিম পদ্মের কাছে। তাও হাজারো সমালোচনা কান ঝালপালা করে দিলেও, রাহুলের প্রশংসায় মিডিয়া পঞ্চমুখ হলেও একটা কথা প্রত্যেকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে শান্তির ভোট কাকে বলে তা দেখতে হলে অতি অবশ্য গুজরাটে আসতে হবে। অথচ একটা পাতি বিধানসভার উপনির্বাচন জিততে এ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে যেভাবে ঘাসফুল বাহিনী তাণ্ডব নৃত্য করল তা নিদারুণ লজ্জা ছাড়া আর কী বা হতে পারে। বস্তুত সিদ্ধার্থ রায়ের আমলের রিগিং–ভোট সন্ত্রাসের কালচারকে বেশ কয়েক ধাপ ওপরে নিয়ে গিয়েছিল ৩৪ বছরের বাম আমল। আর সে ধারা অটুট রেখে তৃণমূল পরিচালিত মা–মাটি–মানুষের সরকার একটা সামান্য উপনির্বাচনেও খামতি রাখছে না ভোট–কেরামতির। তাও এতকিছু করার পরেও বিজেপির ভোট কিভাবে সামান্য ৫ হাজার থেকে ৭ গুণ বেড়ে ৩৫ হাজারে পৌঁছালো তা নিয়ে রাজ্যের শাসক শিবিরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে রামমন্দির আন্দোলন পরবর্তী নির্বাচন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীকে কেন্দ্র করে বিরাট হাইপ ওঠার অব্যাবহিত পরের সময়তেও মেদিনীপুর জেলা নিরাশ করেছে বিজেপিকে। অথচ সেই মেদিনীপুরে বিজেপির এত ভোট বাড়া রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরও চোখ টাটাচ্ছে। তাই তৃণমূল প্রার্থী তথা সবংয়ের ভূমিপুত্র মানস ভুঁইয়ার স্ত্রী গীতারাণী দেবী ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে জিতলেও কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে ঘাসফুল নেতৃত্বকে। মানসবাবু পর্যন্ত বলছেন, বুথে বুথে বিজেপি এত ভোট পেল কি করে তা তদন্ত করে দেখতে হবে। মুখে তিনি যেটা বলছেন না সেটা আলোচনা করছেন পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিসের মাতব্বররা। শীতের আমেজের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাঁরা কপচাচ্ছেন এটা মুকুলদার ভেলকি না তো। আবার তৃণমূলের জ্বালাপোড়া শতগুণ বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় হওয়ার পরেও যেভাবে ট্যুইট করে বিজেপির এই সবং ফলাফলকে সাবাশি দিয়েছেন। তাছাড়া সবং উপনির্বাচনে মুকুল রায় যেভাবে রোড শো করেছেন, একের পর এক কর্মিসভা ও জনসভা করেছেন তার পরে এই তৃতীয় হওয়াকে আলাদা চোখে দেখছে পদ্মের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। এই ফলের ওপর জোর দিয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেও কোমর বাঁধছে বিজেপি। তৃণমূল নেতৃত্ব যে এই ফলে রীতিমতো হতাশ তার কিছুটা বহিপ্রকাশ যেন ঘটেছে জেলার পুলিশ সুপার এতদিনের কাছের মানুষ ভারতী ঘোষকে হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায়। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে আফটার সবং, দেয়ার ইজ আ আফটার শক।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

তখন আমাদের প্রকৃতিজাত বন্ধন খসিয়া পড়ে এবং আমরা প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের জন্য আর বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না, আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, কে তখন গ্রাহ্য করে?

শিশু সন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান দাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য–ঐখানেই উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর, তাহা করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পার, প্রত্যুপকারের কোন আশা না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পারে, তবেই সেই

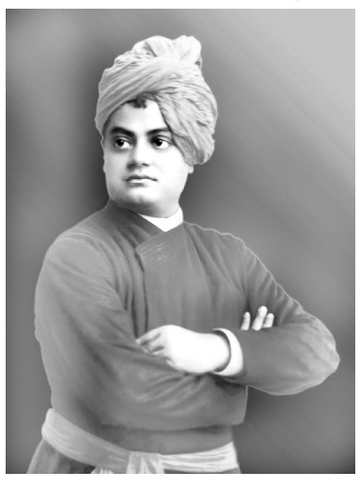

কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

যদি ক্রীতদাসের মতো কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, তাহা হইলে প্রভুর ভাবে কাজ করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় ন্যায়ধর্ম ও নিজ নিজঅধিকারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই এ সংসারে ঐগুলি শিশুসুলভ বাক্য মাত্র। দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতা প্রয়োগ চিরকালই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। সকলনরনারীই তাহাদের শক্তি ও সুবিধা যতটা আছে,তাহার যতটা পারে তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে।দয়া স্বর্গীয় বস্তু,ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেইদয়াবান হইতে হইবে। এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক, শুধু তাই নয়, পরিণামে ইহা দুঃখের কারণ হয়।

ফেসবুক বার্তা

বছর শেষে তাঁদেরকে সেলাম

জিএসটি–র হার কিসে কত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭–র ১ জুলাই থেকে সারা দেশে অভিন্ন 'পণ্য পরিষেবা কর' (দি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) কার্যকর হয়েছে। মিলিয়ে নিন প্রয়োজনীয় জিনিসের জিএসটি হার কত।

পণ্য বা দ্রব্যের নাম	জিএসটি'র আগে কর (শতাংশ)	জিএসটি'র পরে কর (শতাংশ)
১. এসি, ফ্রিজ ও সিমেন্ট	২৩–২৮	২৮
২. কম্পিউটার	১৯–২০	১৮
৩. সমস্ত রকমের মোবাইল	১৭–২৭ (আমদানি শুল্ক সমেত)	১২
৪. ব্র্যান্ডেড ও রেডিমেড পোশাক	১৭.৫ (উৎপাদন শুল্ক ও ভ্যাট যোগ করে)	১২
৫. তারকাখচিত হোটেল–রেস্তোরাঁ বাদে বাকি প্রায় সব রেস্তোরাঁয় খাওয়া খরচে কর	২৯.৫ (পরিষেবা কর, ভ্যাট, প্রমোদ কর সহ)	৫
৬. আইসক্রিম	২৬	১৮
৭. কাপড় কাচার সাবান, ঘর পরিষ্কারের জিনিস, পাখা, স্যুটকেস, হাতঘড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ, আসবাব পত্র, ম্যাট্রেস, প্রিন্টার, পাম্প, অ্যালুমিনিয়াম দরজা–জানালা, টাইলস–মার্বেল	৩২ (ভ্যাট, সিএসটি, এক্সাইজ ডিউটি, এনট্রি ট্যাক্স)	১৮
৮. সুগন্ধি, শেভিং ক্রিম ও জেল, হেনা পাউডার থেকে ময়শ্চারাইজার, টুথপেস্ট বা পাউডার, কাজল, লিপস্টিক, ফেসিয়াল ক্রিম, শ্যাম্পু	৩২ (সব ধরনের কর যোগ করে)	১৮
৯. চিনি	৮	৫
১০. চা ও কফি	৭	৫
১১. ভোজ্য তেল	৫	৫
১২. ডোমেস্টিক রান্না গ্যাস	২–৪ (রাজ্য বিশেষে এক এক রকম)	৫
১৩. মোবাইল রিচার্জে পরিষেবা কর	১৫	১৮
১৪. গয়না	২	৩
১৫. গয়না তৈরি মজুরিতে পরিষেবা কর	কর বসত না	প্রায় ৩.৫
১৬. চার চাকার গাড়ি	প্রায় ৫০ (উৎপাদন শুল্ক ২৮ শতাংশ, ভ্যাট ১২.৫–১৪.৫ শতাংশ)	২৮ (গাড়ির ইঞ্জিনের মাপের নিরিখে সেস)
১৭. ব্যাঙ্কিং, বিমা ইত্যাদিতে পরিষেবা কর	১৫	১২
১৮. ডেভেলপারের থেকে নতুন ফ্ল্যাট নির্মীয়মান অবস্থায় বুক করলে বা কিনলে (কিন্তু পুরনো বাড়ি কেনাবেচার ওপর কোনও জিএসটি বসে না)	১৫	১২
১৯. স্কাই অ্যাশের ইট	কর বসত না	৫
২০. স্বাস্থ্য বিমা	১৫	১৮
২১. গাড়ি বিমা	১৫	১৮
২২. ওষুধ	১২	১২
২৩. ওআরএস, ইনস্যুলিন	প্রায় ৫	৫
২৪. বিনোদন কর	৩২ (সব ধরণের কর যোগ করে)	১৮
২৫. বাণিজ্যিক ব্যবহারে রান্নার গ্যাস	২২.৫	৫
২৬. ঘি, মাখন, ফলের রস	৫	১২
২৭. মিষ্টি, গুঁড়ো দুধ	কর বসত না	৫
২৮. জীবনদায়ী ওষুধ		৫
২৯. ৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের জুতো		৫
৩০. ধূপ		৫
৩১. পরিষেবা : পরিবহন, টিকা, ওলা–উবেরের মতো অ্যাপ–ট্যাক্সি পরিষেবা, রেলে এসি কামরার টিকিট, বিমানের ইকনমি টিকিট		৫
৩২. সোনা, রুপো, পালিশ করা হিরে, ও তাদের গয়না		৩

কর না থাকা পণ্য : খাদ্যশস্য, তরল দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ফল, সবজি, নুন, খবরের কাগজ, ব্যান্ডবিহীন বেসন, সাধারণ ছাপানো বই, ময়দা, আটা, পাট, টিপ, সিঁদুর, প্রসাদসহ বিভিন্ন পুজো সামগ্রী, সিল্ক প্রভৃতি।

কর না থাকা পরিষেবা : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেলে সাধারণ কামরার টিকিট, মেট্রো ও লোকাল ট্রেনের টিকিট, দিনে হাজার টাকার কম ভাড়ার হোটেল ও লজ, ধর্মীয় যাত্রার টিকিট।

পাঠকের কলমে

বারাকপুরের সুকান্ত সদনের বিদ্যুতের অবস্থা ভয়ানক

উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের সুকান্ত সদন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সারা বছর ধরেই বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠান, ফটোগ্রাফি সহ নানারকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এই হলটিতে। কিন্তু হলটিতে বিদ্যুতের যা বেহাল অবস্থা হল কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলারই সামিল। ৫, ১০ মিনিট অন্তর অন্তরই কারেন্ট চলে যাচ্ছে, আবার মিনিট খানেক বাদেই তা আবার পুনরায় চলে আসছে। মাঝ পথেই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। আর অন্ধকার ঘুটঘুটে হলের ভিতরে ভয়ানক অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে দর্শকদের। আপৎকালীন অবস্থায় নেই কোনও জেনারেটর ব্যবস্থা। নেই উপযুক্ত নিরাপত্তা কর্মীও। ফলে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা সহ দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব।

অন্তরা দে, বারাকপুর

ব্যাকস্ট্রোক সমৃদ্ধ করছে পাঠককে

ক্ষমতা যে কি বিষম বস্তু তা একমাত্র জানে জনতা–জনার্দন। বস্তুত দুনিয়ার ইতিহাস হিটলার থেকে মুসোলিনি, স্টালিন থেকে চেসেস্কু তাবড় তাবড় ক্ষমতায়নের অনেক নিদারুণ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভই যে তাদের পতনের কাল হয়ে ওঠে সেকথাও ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে। এমনকী আমাদের মহাকাব্যের দিকে তাকালেও রামায়ণে প্রত্যক্ষ করা যায় দশানন রাবণের প্রবল প্রতাপের কথা। কিন্তু সেই প্রচণ্ড আত্ম অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছিল যুগাবতার রামচন্দ্রের হাতে। বস্তুত এভাবেই পৃথিবীতে উত্থান ও পতন ঘটেছে নানা স্বৈরাচারির। সেজন্য এদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সেইরকম ডাকাবুকো কলমের যা আজকের বাজার অর্থনীতির যুগে বিরল। আলিপুর বার্তায় এই শীর্ষক লেখাটি ব্যাকস্ট্রোকের আঙ্গিকে তাই খুব সময়োচিত হয়েছে। চাইব আগামী দিনেও যেন এই ধরনের খবর আমাদের সমৃদ্ধ করে। ব্যাকস্ট্রোকে রানের ফুলঝুরি উঠছে অ্যাটাকিং স্ট্রোকের মতোই। এটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে আজকের স্বার্থ সর্বস্ব সমাজের ক্ষেত্রে।

পাঁচুগোপাল দত্ত, বারুইপুর

বীরভূম

বুজরুকি আটকাতে গরম জল পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানমঞ্চ

অভীক মিত্র : সম্প্রতি ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ গরম জল বেরোচ্ছে রাজনগর ব্লকের রাওতারা গ্রামের কুশকনী সেতুর পাশ থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা এমনই মনে করছে। এরমধ্যে কেউ আবার ডোবার পাশে দুটো পাথর পুতে শিব তৈরি করে দিয়েছেন। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বীরভূম জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ–র সংগঠক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই ফোনে বলেন, 'এতে অলৌকিক কিছু নেই। সামনেই বক্রেশ্বর। জল কী কারণে গরম হচ্ছে তা মানুষ ইতিমধ্যে জেনে গেছে। এখানকার জলটিও সেইরকম কোনো কারণে গরম হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত অতি দ্রুত সরকারি প্রতিনিধি পাঠানো।' 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার কাছ থেকে প্রথম খবর পেয়ে ২৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ শুভাশিস গড়াইয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ–এর তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পৌছায়। তারা পরীক্ষা করে দেখেন, নদীর অন্যান্য স্থানের তাপমাত্রা যেখানে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে ওই স্থানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সব পেপার দিয়ে জলটি পরীক্ষা করে দেখা যায় সেটি সাধারণ জলের মতো। আরও পরীক্ষার জন্য জলের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এলাকার সাধারণ মানুষজনকে ঘটনার পেছনে থাকা বিজ্ঞানের সম্ভাব্য কারণগুলি তুলে ধরে। বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, 'আমাদের নজরে এসেছে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে প্রতিষ্ঠানিক ব্যবসার রূপ দেবার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। প্রশাসনের প্রতি আবেদন অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে বিষয়টি দেখভাল করুন।'

কমিশনের সদস্যর বিরুদ্ধেই এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক কলেজ ছাত্রীর স্নান করার আপত্তিকর ছবি তুলে জোর করে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে শেখ হাফিজুল নামে এক রাজমিস্ত্রীর বিরুদ্ধে। অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই কলেজ ছাত্রী। কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে মারা যান রজতপুরের নির্যাতিতা কলেজ ছাত্রী। ২১ ডিসেম্বর বোলপুর আদালতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির বীরভূম জেলা মহিলা মোর্চা। ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে সরব হয় মহিলা মোর্চা। আদালতের মূল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিলে ছিলেন জেলা মহিলা মোর্চা সাধারণ সম্পাদিকা রেশ্মী দে, নেত্রী সুজাতা ঘোষ, জেলা বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। ছিলেন নির্যাতিতা তরুণীর মা। নিহত নির্যাতিতা তরুণীর বাড়িতে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র ঘর তৈরি করছিলো রাজমিস্ত্রী শেখ হাফিজুল। ২২শে ডিসেম্বর বিকালে রজতপুরে নির্যাতিতা তরুণীর বাড়ীতে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সুষমা সাহু। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর এসপি আসেন নি শুনে বোলপুর থানার আইসিকে ভৎর্সনা করেন সুষমা সাহু। আইসিকে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে উর্দি খুলে ফেলতে বলেন সুষমা সাহু। রজতপুর ধর্ষণকাণ্ডে তদন্তকারী অফিসার বোলপুর থানার আইসি সুবীর চক্রবর্তী। ২২শে ডিসেম্বর রজতপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে তদন্তকারী অফিসারকে অপমানজনক মন্তব্য এবং আইও–র কাছ থেকে কেস ডায়েরি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সুষমা সাহুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বিজেপির অকাল রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক কলেজ ছাত্রীর স্নান করার আপত্তিকর ছবি তুলে জোর করে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে শেখ হাফিজুল নামে এক রাজমিস্ত্রীর বিরুদ্ধে। অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই কলেজ ছাত্রী। কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে মারা যান রজতপুরের নির্যাতিতা কলেজ ছাত্রী। ঘটনার প্রতিবাদে ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার বীরভূম জেলাজুড়ে অকাল রাখি বন্ধন পালন করলো বিজেপি যুব মোর্চা। রামপুরহাটের কামারপট্টিতে মিছিল করে পথ চলতি মানুষজনের হাতে রাখি বেঁধে দেয় নেতা, কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব মোর্চা সাধারন সম্পাদক গোবিন্দ সাহু, সম্পাদিকা নমিতা মন্ডল, মহিলা মোর্চা সাধারন সম্পাদিকা রেশ্মী দে। রাজু মন্ডলের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে অকাল রাখি বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদবাজার মন্ডল 'এ' সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ ভাণ্ডারি, যুব সভাপতি আনন্দ মাহারা। শতাধিক মহিলা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলো। ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষকের সবোর্চ্চ শাস্তির দাবিতে বিজেপি রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি দেবজিৎ সরকার, কেন্দ্রীয় যুব মোর্চা সহসভাপতি ইজাজ আহমেদের উপস্থিতিতে বোলপুরে পালিত হলো অকাল রাখি বন্ধন।

কৃষিমেলায় 'রান্না ঘরে বিজ্ঞান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১শে ডিসেম্বর বিকালে ইলামবাজার কৃষিমেলায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ–এর অনুষ্ঠান শুরুতে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের পথ প্রদর্শক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ–এর রাজ্য সভাপতি প্রয়াত ড: শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও স্মারক বক্তৃতা দেন বীরভূম জেলা কমিটির সভাপতি মনিরুদ্দিন চৌধুরী। মায়া দত্তসাধু বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও রান্নার খুটিনাটি বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেন। মনিরুদ্দিন খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখান। দর্শকদের মনিরুদ্দিনের তৈরি পুষ্টি পানীয় বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্র সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সম্পাদক সিফাত জামিল, জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, মায়া দত্তসাধু, মনিরুদ্দিন চৌধুরী, নুরুল গামা।

পথ দুর্ঘটনা, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুটি সরকারি বাসের রেষারেষিতে অকালে প্রাণ হারালো দুই মোটরবাইকারোহী বুরুটিয়া মোড়ে গত ২৪শে ডিসেম্বর সকালে। মৃতদের নাম ইনুর শেখ এবং খুদু বায়েন। বাড়ি দীঘলগ্রামে। প্রতিবাদে স্থানীয়রা সিউড়ি – বহরমপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ছেলেকে মোটরবাইকে করে নিয়ে যাওয়ার সময় ২১শে ডিসেম্বর নলহাটি নারকেল মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় গোরাচাঁদ দত্ত। ছেলে কৌশিক আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোরাচাদ দত্ত রেশন ডিলার ছিলেন। রাতে মুড়োমাঠে ৬০নং জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো দুই বাইক আরোহী। মৃতদের নাম নূর মহম্মদ এবং মূর্তাজা খান। এতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ডাকাতি ও মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯শে ডিসেম্বর গভীর রাতে ভদ্রপুর গ্রামের পশ্চিম হালদারপাড়ার প্রফুল্লকুমার হালদারের বাড়িতে দু:সাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেলো। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে ডাকাতরা ১৫ – ১৬ ভরি সোনার গয়না সহ নগদ ৩৮ হাজার টাকা লুঠ করেছে বলে পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে ২০ই ডিসেম্বর নলহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এক রাতে গোহালিয়ারা গ্রামের বজরঙ্গবলি, লোকনাথ মন্দিরসহ চারটি মন্দিরে এবং খয়রাডিহি গ্রামের দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিবার পৌষমেলায় যাওয়ায় বোলপুর শিবতলার স্নেহেন্দু মুখার্জীর বাড়ি থেকে নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না, দামি জিনিসপত্র চুরি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজগ্রাম উচ্চবালিকা বিদ্যালয় থেকে রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে গেলো দুটি পাম্পসেট। মুরারই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাতে একজন নৈশপ্রহরী থাকা সত্ত্বেও চুরি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

ক্যান্সার নিয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : সমগ্র বিশ্বে ক্যান্সার এখনও একটি দুরারোগ্য ব্যধি। বহুকাল ধরেই এই রোগের প্রতিষেধক ও ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণা চললেও আজও একে জয় করার মতো যথাযোগ্য ওষুধের আবিষ্কার হয়নি। তাই কর্কট রোগ এখনও বিশ্ববাসীর কাছে বিভীষিকা। কেবল সচেতনতা এবং চিকিৎসাকে হাতিয়ার করেই এই রোগ থেকে বাঁচার চেষ্টা চালাতে হয়। গত রবিবার সায়েন্স সিটির সভাকক্ষে এই কর্কট রোগের সচেতনতা এবং চিকিৎসামূলক রাজ্যস্তরের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অনিমেষ ঘোষ ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস সেন্টার ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ডোনার্স ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এবং ডক্টর রেড্ডি'জ ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড–এর সমর্থনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সেমিনারে বিশেষ অংশগ্রহণে ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের এক বিশিষ্ট সমাজসেবী সংগঠন 'সান্নিধ্য'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. অমিত দত্ত দ্বারী, ড. তনবীর শাহিদ, ডা. অমিতকান্তি সরকার, ডা. প্রান্তর চক্রবর্তী, ডা. অরুণকুমার গণ, সংস্থার সম্পাদক ও রক্তদান বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষক অপূর্ব ঘোষ, সান্নিধ্যর সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সরকার প্রমুখ। এছাড়াও সান্নিধ্যর পক্ষ থেকে ছিলেন ক্যান্সার জয়ী মিঠুন বিশ্বাস, তিথি আইচ, শম্পা বৈদ্য, রিয়া অধিকারী রোগী ও রোগিনীগণ। বক্তারা সকলেই তাদের বক্তব্যে ক্যান্সার থেকে কি করে দূরে বা মুক্ত থাকা যায়, তার দিক নির্দেশ করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এর সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী ২০ বছরের মধ্যে প্রায় প্রতি ঘরে একজন ক্যান্সার রোগী থাকার প্রবল সম্ভাবনার কথা জানা যায়। এই হুঁশিয়ারিকে মাথায় রেখে ক্যান্সার মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অনিমেষ ঘোষ ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস সেন্টার অপূর্ব ঘোষের নেতৃত্বে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে। সাথে বারাসতের সান্নিধ্য সহযোগী সংগঠন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে বলে জানালেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সরকার। এদিন শ্যামলবাবু কি করে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যায় এ সম্পর্কিত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

উন্নয়নের ঢাক ফাটালো ৫ জেলা

প্রথম পাতার পর

অথচ রাজ্যে ৩৪ বছরের 'জড়ভরত' নামক বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অনেক আশা নিয়ে মানুষ পালাবদলের সরকারকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের কাছে সরাসরি পরিষেবা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিজের হাতেও রেখে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল সরাসরি মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রাজ্যের সব জেলায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি প্রশাসনের মাথা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে। নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছেন কোথাও কোনও গাফিলতি হচ্ছে কিনা। কোনও অসুবিধা দেখলে সোজাসাপ্টা ভাষায় দাবড়ানিও দিয়েছেন কর্তা–মন্ত্রী–আমলাদের। তাও এত কিছুর পরেও কি না কেন্দ্রের এই রিপোর্টে পিছিয়ে পড়া জেলার তালিকায় রাজ্যের ৫ টি জেলা মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কেষ্টার বীরভূম আর অধীরের গড় মুর্শিদাবাদ তো লাস্ট বয়ের দৌড়ে সামিল হয়েছে। এত উন্নয়ন কোন জাদুতে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে তা জানতেই হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

নচেৎ তাঁর এত পরিশ্রম, দৌড়াদৌড়ি কিন্তু জলে যাবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও গরিবি এই ৪ টি স্তম্ভ কেন ভেঙে পড়ছে তার জন্য বিশেষ নজরদারিও চালাতে হবে তাঁকে। কেন্দ্রীয় সরকার নাম–কা–ওয়াস্তে এই পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নেবে, বরাদ্দও করবে অর্থ। কিন্তু নিজের অসুখ সারাতে বাইরের ডাক্তারের চেয়েও রোগীকে বেশিকে তৎপর হতে হবে। তবে গিয়েই শাপমুক্তি ঘটবে। সুযোগ আসবে কলঙ্কমোচনের।

ভুয়ো উকিল গ্রেফতার

বাপীলাল দে : রাশি রাশি জাল সার্টিফিকেটধারী ডাক্তারের পরে এবারে ধরা পড়ল জাল সার্টিফিকেটধারী ভুয়ো উকিল। গুণবান উকিলবাবুর বাড়ি নিশ্চিন্দা থানার ঘোষপাড়ায়। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তিনি নাকি হাওড়া আদালতে উকিলগিরির কাজ করে যাচ্ছিলেন এমনটাই দাবি করে ভুয়ো উকিল পিনাকি দাস। বেলুড়ের বাসিন্দা মঞ্জু কেশরীর কাছ থেকে কাজের নাম করে বেশ কয়েক হাজার টাকা নিলেও ঠিক মতো কাজ করেন নি এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে আটক করে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুলিশ দেখতে চাইলে পিনাকিবাবু বিহার থেকে পাশ করেছেন বলে একটি সার্টিফিকেট দেখানো ছাড়া আর কোনও কাগজপত্র দেখাতেই পারে নি। সেই সার্টিফিকেট আদৌ সত্যি কিনা তা তদন্ত করে দেখছেন পুলিশ। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ভুয়ো উকিল পিনাকি বলে, সে বিহার থেকে ওকালতি পাস করেছেন। এবং হাওড়া আদালতে চর্চা করে চলেছেন বলে জানায়। কিন্তু আদালতের বেশ কয়েকজন আইনজীবী দাবি করেন পিনাকীর কাছ থেকে পাওয়া সার্টিফিকেট কতটা সত্য। সে কোথা থেকে পাশ করেছে, আদৌ পাশ করেছেন কিনা, তা তাদের জানা নেই। কিন্তু আদালতে তাকে কোনও দিনই চর্চা করতে দেখা যায় নি এটা সত্য বলে তারা জানান বা দাবি করেন। এই ঘটনায় আদালত এলাকা সহ তার বাসস্থান এলাকার প্রবল চাঞ্চল্য তৈরি হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনে বিদেশ মন্ত্রকের পাসপোর্ট পরিষেবা ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ–অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনবাসীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সুন্দরবনের বুকে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের কাছে পাসপোর্ট পরিষেবা দিতে হাজির হয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের

বাসন্তীর কুলতলিতে ক্যাম্প তৈরি করে এলাকার মানুষকে পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু করেছেন। নিজেদের নাগালের মধ্যে এমন পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন।এমন দুর্মূল্য সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য এলাকার মানুষ ভিড় জমিয়েছেন সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা ও লোকসংস্কৃতি মেলার পাসপোর্ট সেবা ক্যাম্পে। পাসপোর্ট তৈরির ব্যাপারে সুন্দরবনের মানুষের ব্যাপক আগ্রহ দেখে খুবই খুশি উদ্যোক্তারা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রক দফতরের প্রতি একদা সাধারণ মানুষের প্রচুর অভিযোগ ছিল। দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হয়েও পাসপোর্ট পাওয়া অসম্ভব হত। যার ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনেক সাধারণ মানুষ পাসপোর্ট করতে পারতেন না। গত ২০ ডিসেম্বর সুন্দরবনের বাসন্তী তে শুরু হওয়া মেলা প্রাঙ্গনে পাসপোর্ট সেবা ক্যাম্প তৈরি হওয়ায় বদলে গিয়েছে এলাকার মানুষের ধারনা। মেলার শেষ অবধি সাধারণ মানুষজন তাঁদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে পারবেন মেলায় পরিষেবা ক্যাম্পে। পাসপোর্ট তৈরি করতে কলকাতায় কাগজপত্র নিয়ে ছুটতে হবে না। হাতের নাগালে এমন সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে নারাজ সুন্দরবনবাসী তাই ভিড় জমিয়েছেন মেলা প্রাঙ্গনে। ফারুক আহমেদ সরদার,বাপী পাত্র,হিমাংশু পাহাড়ী,অলোক রায়'রা জানালেন পাসপোর্ট তৈরি করতে কলকাতায় ছুটে নাজেহাল হয়েও মিলতো না। আর হাতের কাছে এমন সুযোগ হাতছাড়া করার মানেই হয় না। এমন পরিষেবা পেয়ে আমরা খুবই খুশি।

সাতগাছিয়ার বুড়ুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বুড়ুলে তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়–এর বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বজবজ ২নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বুড়ুল হাইস্কুল মাঠে আগামী ১৩ জানুয়ারি দুপুর ২টোয় জনসভা। মূলত বিষ্ণুপুর–২ ও বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতে এই জনসভা। গত পাঁচবছরে সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকায় যে উন্নয়ন হয়েছে এবং আগামী দিনে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ হতে চলেছে, তা বিস্তারিত ভাবে জানাবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে। এখন প্রতিটি অঞ্চলে চলছে জনসভার প্রস্তুতি সভা।

২০০ দুঃস্থকে বস্ত্রদান ও শীতবস্ত্র বিতরণ হাবড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার 'হাবড়া আন্তরিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামক এক সমাজসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের বস্ত্রদান ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার হাবড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন শনিমন্দির পার্শ্বস্থ চাতালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাবড়া থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শুভ্র নন্দী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্মল বসু। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. পরিমল হালদার, হাবড়া স্টেশন ম্যানেজার দিলীপ কর্মকার, সমাজসেবী সমাজকর্মী তপন মিত্র, চম্পক রায়, শিক্ষক শান্তনু দাস, সাংবাদিক প্রবীর সাহা, খোকন দাস, অরুণ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, রীতা দেবনাথ প্রমুখ। এদিন প্রায় ২০০ জন দুঃস্থকে বস্ত্রদান ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় বলে জানালেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাম। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দেবব্রত চক্রবর্তী।

নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব। অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে ঢেলে সাজানো হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে। সঙ্গে রয়েছে খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম। এছাড়াও স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশি ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে। এবং একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT
(Premiere Management & Technology Institution)
After Their Grand Success in
Management & Technical Education
has successfully launched :
BBIT Public School
(Play group to Class XII, English Medium CBSE Affilated)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2018–19** session from Play Group in Class IX
Commences from September, **2017**
Enquiry : E–mail : school@bbit.edu.in
Mob : **8420116666/842013333/9831168582**
Budge Budge, Kolkata–**700 137**

উত্তর সোনারপুরে নয়াবাদ বই মেলা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: খেয়াদহ এবং কামড়াবাদ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নয়াবাদ হাইস্কুলের প্রাঙ্গনে শুরু হোল দ্বিতীয় বর্ষের বই মেলা। এই বই মেলা চলবে ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। স্বর্গীয় লোক সঙ্গীত শিল্পী কালিকা প্রসাদের নামে মঞ্চে শুরু হলো বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ভূদেবানন্দ ও উদ্বোধক শিশু সাহিত্যিক ও গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া মঞ্চে ছিলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, বই মেলার যুগ্ম সম্পাদক ও খেয়াদহ –১গ্রাম পঞ্চায়েতের এর প্রধান গোরা চাঁদ নস্কর, কামড়াবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিলীমা মন্ডল ও খেয়াদহ –২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতা নস্কর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জন বৈদ্য ও শিক্ষকরা। সেদিনের উল্লেখযোগ্য বক্তা হিসাবে ছিলেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যয়। তিনি বলেন এই গ্রামের ভিতর শিশুদের জন্য বই মেলার আয়োজন দেখে আমি মুগ্ধ। শিশুদের আবেগ, শিশুদের মনের কথা, প্রাণের কথা তুলে ধরাই লেখকের কাজ। তারা কিছু বলতে চায়, তারা বই পরে আনন্দ পেতে চায়। সেই কারণে বই একটি বন্ধু। তিনি বলেন শিশু সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা ও উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী কথা ও বিভুতিভূষণ ও সুনির্মলের মতন শিশু সাহিত্যিকের কথা। খুব কষ্ট করে শিশুদের জন্য এঁনারা লিখে গেছেন ।আজ নয়াবাদ বই মেলার দ্বিতীয় বর্ষে পা দিলো। আমি মনে করি এই বই মেলা বহু বছর ধরে চলবে। শিশুদের জন্য ভাবনা চিন্তা খুব কম সাহিত্যিক করেন।শিশু সুলভ মন প্রান না হলে শিশুদের জন্য লেখা যায় না। উত্তর সোনারপুর বই মেলায় বইয়ের স্টল হয়েছিলো ৪০টি। এছাড়া ছিলো নাগর দোলনা, পুচকা, ভেলপুরি ও হরেকরকমের দোকান। খেয়াদহ–১ প্রধান গোরা চাঁদ বাবু বলেন– এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বই পরে আরো অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারে প্রাণের দিক থেকে, সেই কারণে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি বই মেলা। শুধু পাঠ্য পুস্তক পরে পরীক্ষায় পাশ করলে চলবে না তার সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর পাশাপাশি ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর, হুগলি : চন্দননগর হিন্দু মিলন মন্দির তথা ভারত সেবাশ্রম সংঘের ১১তম বার্ষিক উৎসব তিনদিন (২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর) ধরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংঘের সভাপতি ডাক্তার হিমাংশু শেখর মিত্র পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এরপর দুপুরে চন্দননগর শহর প্রদক্ষিণ করেন সংঘের বহু বয়স্ক সদস্যরা। এই শোভাযাত্রায় স্বামী হৃষিকেশানন্দজী মহারাজও হাঁটলেন। আশ্রমের মূল অনুষ্ঠানগুলি হয় চন্দননগর বিদ্যালঙ্কার মোড়ে মহামায়া কুটীরে। এদিন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রবীণ শিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। ছন্দের সুন্দর মেলবন্ধনে নিবেদিত গানগুলি শুনতে খুব ভাল লাগে। তাকে তবলায় সহযোগিতা করেন তুলসী সান্যাল এবং পারকাসন বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন স্বর্ণ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত শিল্পী গৌরাঙ্গবাবু বর্ষীয়ান লোকশিল্পী অমর পালের সুর ও সাধনার একনিষ্ঠ ছাত্র। পরের নিবেদন ছিল সংঘের আঞ্চলিক সদস্য তপন মণ্ডল ও তাঁর সম্প্রদায়ের ভজন পরিবেশিত হয়। এছাড়া ছোট্ট মেয়েদের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন বেশ উপভোগ্য হয়। আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক স্বপনকুমার ঘোষ বলেন, স্বামী প্রণবানন্দের প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অত্যন্ত অল্পকালের ভিতরে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ নানা বিভাগের কর্ম সাফল্যে তাঁর ভাগবত ব্যক্তিত্বের বিশ্বরূপটি আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত করে, তাঁর সংঘের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত এই আয়োজন। এরই পাশাপাশি এদিন আশ্রমের সহ–সম্পাদক প্রবীর সুর বলেছেন, এই সমাজের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত স্বনামধন্য মানুষরা যাতে আশ্রমের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন তাঁর প্রচেষ্টা করি। দ্বিতীয় দিনে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের উপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম শো দেখানো হয়। অন্যান্য দিনে হাজির ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। স্বামী সর্বাত্মানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত শিক্ষক, নদিয়ার চাকদহের নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রমানী, শ্রীমতি চম্পা ঘোষ, নীরেন মণ্ডল, দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখরা।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দেখা মিললো দাতাকর্ণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ –অনেকে আমরা ছোট বেলায় বাবা–মা কিংবা শিক্ষক মশাই এর কাছে রামায়ণ,মহাভারতের অনেক গল্প শুনেছি। সেই প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতেই দাতা হিসাবেই উজ্জ্বল ভাবে উল্লিখিত রয়েছে কর্ণের নাম। বর্তমানে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বাঘে খাওয়া দুঃস্থ পরিবার গুলির পাশে দাঁড়িয়ে যেভাবে সাহায্যের হাত বা।য়ে দিচ্ছেন তা এক কথায় মহাভারতের দাতাকর্ণ নামেই পরিচিত অসহায় সহায় সম্বলহীন পরিবার গুলির কাছে। ইনি প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর শিবগঞ্জের একজন আদর্শ শিক্ষক,সমাজসেবী তথা বাসন্তী চম্পা মহিলা সোসাইটি কর্ণধার অমল নায়েক। অমলবাবু শিক্ষকতার পাশাপাশি দরিদ্র অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করাটাই জীবনের আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছেন । সে কারোর সহযোগিতায় হোক কিংবা নিজ উদ্যোগেই হোক না কেন। এহেন অমল বাবু রবিবার দুপুরে সুন্দরবনের ঝড়খালি এলাকায় বাঘে খাওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনেতা জ্যাকের সহযোগিতায় শতাধিক পরিবারের মহিলাদের হাতে চাল,ডাল,তেল,সোয়াবিন তুলে দিলেন। হতদরিদ্র পরিবার গুলির কাছে জানা গেছে অমল নায়েক তাঁদের কাছে দেবদূত। অমল বাবু তাঁদের পাশে না থাকলে তাঁদের বঁচে থাকাটাই বড় বেদনাদায়ক হয়ে উঠতো।

পদবি পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৩০.১০.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার পদবি চট্টোপাধ্যায়ের বদলে চ্যাটার্জি বলে পরিচিত হইল।

প্রভাস চ্যাটার্জি, সামালি, ন'হাজারি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির–২০১৮
তৎসহ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও অনাথ শিশুদের শীতবস্ত্র প্রদান
পরিচালনায় ঃ- সান্নিধ্য
সমাজ সেবামূলকপ্রতিষ্ঠান
গভঃ রেজিঃ নং-এস/২এল/৩৪৬৮৪
"ওম শান্তি হোম" সত্যভারতী বাণীনিকেতন স্কুল রোড, নবপল্লী, বারাসাত, কোলকাতা-১২৬
মহাশয় /মহাশয়া,
আগামী ২১শে জানুয়ারী, ২০১৮, রবিবার বারাসাত সত্যভারতী স্কুল প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, অনাথ শিশুদের শীতবস্ত্রদান এবং সান্ধ্যকালীন যাত্রানুষ্ঠান-এর আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সমাজের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণিজন, সমাজসেবীগণ ও চিকিৎসকবৃন্দ।
এই অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে আপনার উজ্জ্বল উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি। বিনীত-
স্থান ঃ সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ স্কুল প্রাঙ্গণ (ব্যারাকপুর রোড, নবপল্লী, বারাসাত, কোল-১২৬)
বিশেষ আহ্বায়িকা তিথি আইচ
স্বপন হালদার সভাপতি ৯৭৩৩৯৪৬৭৭৮
শ্যামল সরকার সাধারণ সম্পাদক ৯৮৩০৮১১১২৩
সান্ধ্যকালীন যাত্রানুষ্ঠান ঃ
নটী বিনোদিনী
রচনা ঃ ব্রজেন্দ্র কুমার দে,
নির্দেশনা ও অভিনয়ে ঃ সাধন চক্রবর্তী
অন্যান্য চরিত্রে ঃ রামকৃষ্ণ মণ্ডল, স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, ডাঃ রতন কুমার ও আরও অনেকে

মহানগরে

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ও গতিধারা প্রকল্পের গতি কোথায়

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : জনকল্যাণে সরকারি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে জরুরি ভূমিকা পালন করতে পারে। ভালোভাবে বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই যেন সকলে জোগাড় করতে পারে। ভারতবর্ষের অন্য ২৮টি অঙ্গরাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবনা যথাযথ মূল্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প রচিত হয়েছে। এই মরমি উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রয়োজন সচেতনতার প্রসার ও তথ্যের প্রচার। প্রকল্পের সাতকাহনে এরকম একটি প্রকল্পের নাম 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা–২০১৭'। দফতরের নাম : শ্রম দফতর। পূর্ণমন্ত্রী : মলয় ঘটক। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্য জনিত দুর্দশা, কঠোর জীবন সংগ্রাম, শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালেন অসুবিধা, রোগ নিরাময় এবং আরোগ্য লাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা— এসব সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তাঁদের আয় সুনিশ্চিত করাও এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কর্মীকে সমান সুবিধা দিতে এবং সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতিকে সহজতর করতে পূর্বে প্রচলিত পাঁচটি প্রকল্প বা স্কিমকে একত্রিত করে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা– ২০১৭' (এসএসওয়াই–২০১৭) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা যোজনা চালু করা হল। এই পাঁচটির মধ্যে বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। নির্মাণ ও পরিবহন শ্রমিকদের জন্য চালু থাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দু'টি সংশোধন করে নতুন যোজনায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পুরনো প্রকল্পগুলো থেকে বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধাগুলি চলতে থাকবে।

এই যোজনাটি শ্রম দফতর দ্বারা অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্ত পেশার অনুমোদিত তালিকার প্রত্যেক যোগ্য অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রযোজ্য। উপরোক্ত প্রকল্পগুলিতে ২০১৭–র ৩১ মার্চ পর্যন্ত নথিভুক্ত সমস্ত শ্রমিককেই এই নতুন যোজনায় ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭–র ৩ এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হচ্ছে।

এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুযোগ–সুবিধার ক্ষেত্রগুলি হল, ১. ভবিষ্যনিধি, ২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ৩. মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা, ৪. শিক্ষা, ৫. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশ।

১. ভবিষ্যনিধি : শ্রমিক বা কর্মীরা প্রতি মাসে ২৫ টাকা করে জমালে, রাজ্য সরকারও মাসে ৩০ টাকা করে তাঁদের তহবিলে জমা করবে এবং রাজ্য সরকার সাধারণ 'প্রভিডেন্ট ফান্ডে'র হারে বার্ষিক সুদ দেবে। ৬০ বছর হয়ে গেলে অথবা কোনও কারণে শ্রমিক ও কর্মী এই সঞ্চয় প্রকল্প না চালাতে চাইলে বা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে সুদসহ সঞ্চিত টাকা তুলে নিতে পারেন, অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারীকে ফের দেওয়া হবে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ : অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধীনে এই প্রকল্পের কোনও সুবিধাভোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুবিধা নিতে চাইলে বছরে সর্বাধিক ২০ হাজার টাকার চিকিৎসা–সংক্রান্ত আর্থিক সাহায্য করা হবে। রোগ পরীক্ষা ও ওষুধের দাম এবং হাসপাতালে ভর্তির খরচ সম্পূর্ণটাই পাওয়া যাবে। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে কর্ম দিবস নষ্ট হওয়ার কারণে প্রথম ৫ দিনের জন্য এক হাজার টাকা এবং পরবর্তী দিনগুলোতে ১০০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য পাবেন। কিন্তু একেবারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সুবিধাপ্রাপকরাও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন কিন্তু এই সংক্রান্ত ব্যয় বছরে ২০ হাজার টাকার বেশি দেওয়া হবে না। উপভোক্তা বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের অপারেশনের ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

৩. মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা : দুর্ঘটনার কারণে উপভোক্তার মৃত্যু হলে দু'লক্ষ টাকা এবং সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা উপভোক্তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০ শতাংশ শারীরিক অসমর্থতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার কারণে দু'টি চোখ, দু'টি হাত ও দু'টি পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে যথাক্রমে দু'লক্ষ টাকা এবং একটি চোখ, একটি হাত, একটি

পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষা : শ্রমিক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে যথাক্রমে চার ও পাঁচ হাজার টাকা, 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি' (আইআইটি) ও স্নাতক স্তরে ছ'হাজার টাকা, পলিটেকনিক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১০ হাজার টাকা, মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। দু'টি কন্যাসন্তান পর্যন্ত স্নাতকস্তর শেষ করা অবধি অবিবাহিত থাকলে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট–কাম– স্কলারশিপ স্কিমে'র সুবিধা যাঁরা পাবে তাঁরা এই সুবিধা পাবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত এবং সংবিধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা পড়াশুনা করবে এবং সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি বা প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে না তারাই এই সুবিধা নিতে পারবে।

৫. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশ : শিল্পে কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির পথ দেখাতে প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিখরচায় বিভিন্ন ব্যবসা–বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট উৎপাদনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন : অসংগঠিত শ্রমিক এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। বয়স ১৮–৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। পারিবারিক মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার বেশি হবে না। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের অধীনে নিবন্ধীকৃত কর্মীর শনাক্তকরণের জন্য প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রাপকরা এই সুবিধা পাবেন। নতুন করে যাঁরা নথিভুক্ত তাঁদেরও সামাজিক মুক্তিকার্ড দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, অসংগঠিত শ্রমিকদের ইতিমধ্যে প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএসসি), নিবন্ধ এবং পাশ বই এই প্রকল্পের জন্য বৈধ বলে গণ্য করা হবে। এই যোজনায় নতুনভাবে নিবন্ধীকৃত সকল শ্রমিককে প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য 'সামাজিক মুক্তিকার্ড' প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পে ইতিমধ্যে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করেছেন অথচ সামাজিক মুক্তিকার্ড পাননি, তাঁদেরও এই সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএসসি) প্রদান করা হবে। যে কোনও অসংগঠিত শ্রমিক জেলা ও মহকুমার ৬৭টি আঞ্চলিক শ্রম দফতর (আরএলও) এবং ব্লক ও পুরসভার 'শ্রম কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে'র (এলডব্লিউএফসি) যে কোনও একটিতে গিয়ে সামাজিক মুক্তিকার্ড (এমএসসি) ব্যবহার করতে পারবেন।

যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র 'শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ' নোভাল এজেন্সি হিসাবে এটির পরিচালনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে। ব্লক, পুরসভা অথবা পুরনিগমের অফিসে অথবা বিশেষ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

আরেকটি প্রকল্পের নাম : গতিধারা। দফতরের নাম : পরিবহন। পূর্ণমন্ত্রী : শুভেন্দু অধিকারী।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কর্মহীন এবং 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে' নথিভুক্ত যুবক–যুবতীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ স্বনিযুক্তির একটি প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু করেছে। বিশেষ করে পরিবহণ ক্ষেত্রে যাঁরা স্বাবলম্বী হতে চান, তাঁদের কাছে আজ দারুণ সুযোগ। বাণিজ্যিক গাড়ি কেনার অর্থের বেশ কিছুটা রাজ্য সরকার জোগান দিচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় গাড়ি কিনলে পরিবহন দফতরের সাহায্যে পারমিট পেতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় পরিবহন দফতরের 'গতিধারা' প্রকল্প প্রসারিত করে কর্মহীন যুবক–যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। পশ্চিমবঙ্গে পরিবহন কাঠামো উন্নয়ন নিগম, এই প্রকল্পের কার্যকরী এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে। শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা যুবকযুবতীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

২০১৫–র সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রকল্প রাজ্যের শ্রম দফতর থেকে পরিবহন দফতরের হাতে আসে। আর তারপর থেকে গতিধারা প্রকল্পটি গতি পায়।

যে কোনও বাণিজ্যিক গাড়ি কিনলেই রাজ্য সরকার গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা অনুদান বা ভরতুকি হিসাবে দেবে এবং এই অর্থ ফেরত দিতে হবে না। অর্থাৎ গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে। ওই উদ্যোগীকে নিজেকে কিছু অর্থের জোগান দিতে হবে। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়াও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ১৩টি 'নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কর্পোরেশন' (এনবিএফসি) থেকে গতিধারা প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। বর্তমানে 'গতিধারা' প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং কার্যকরী প্রকল্প। এর লোগো কর্মহীন যুবক–যুবতীদের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য আরও বেশি উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।

কারা আবেদনের যোগ্য : যে কোনও বছরের ১ এপ্রিলের হিসেবে ওই যুবক–যুবতীর বয়স ২০ বছরের বেশি, কিন্তু ৪৫ বছরের কম হতে হবে। তবে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী এবং ওবিসি'দের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথাক্রমে পাঁচ বছর ও তিন বছরের ছাড় থাকবে। ওই যুবক–যুবতীকে কর্মহীন হিসাবে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক'–এ নথিভুক্ত হতে হবে। পারিবারিক মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার বেশি হতে হবে। 'যুবশ্রী' প্রকল্পে যাঁরা সরকারি সুযোগ–সুবিধা পেয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

গতিধারা'র আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পরই যুবশ্রী প্রকল্পে প্রাপ্ত ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। গতিধারার সুবিধা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আবেদন পত্রের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সুপারিশ আবশ্যিক।

যোগাযোগ : জেলার ক্ষেত্রে 'আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিকে'র (আরটিও) অফিস এবং রাজ্য স্তরে পারমিটের জন্য 'স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র (এসটিএ) বিভিন্ন আঞ্চলিক (কলকাতা, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি) অফিসে আবেদন বা যাবতীয় প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে।

'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবক– যুবতীদের দেশপ্রেম এবং জাতিগঠন বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া। বিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র জেলা–রাজ্য এবং জাতীয়স্তরে ২০১৮ প্রজাতন্ত্রদিবসের অংশ হিসেবে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। গত ১৫ ই ডিসেম্বর নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা শাখা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এন. এস. এস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃণ্ময়ী মধুসূদন মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের জেলাস্তরীয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুব কেন্দ্রের প্রাক্তন জেলা আধিকারিক আশীষ রায়, যুব আধিকর্তা দীপক শর্মা, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের এন. এস. এস অনুষ্ঠান অধিকর্তা সুদীপ্ত ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্টার্ড সঞ্জয়গোপাল সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এন. এস. এস অনুষ্ঠান আধিকারিক অনুপমদেব সরকার এবং দর্শনশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক অরুণ মাহাতো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর অনুষ্ঠানের প্রাথমিক সূচনা করেন নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা শাখার জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান কলেজ– বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ১৫ জন ছাত্রছাত্রী। প্রতিযোগীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উঠে আসে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস– সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বর্তমান ভারতের তুলনামূলক অবস্থা। প্রায় সকল যুবক যুবতীই স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা এবং জাতপাত– সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী আধুনিক ভারত গঠনের পক্ষে দৃঢ় সওয়াল করেন।

পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট বলে এক সংস্থা সম্প্রতি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, তাদের মূল কাজ হল ভুয়ো ডাক্তারদের খুঁজে বের করা বা যদি চিকিৎসা করাতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে তাহলে এই পিবিটি সংস্থা এগিয়ে আসে সেই সব অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে। এদের প্রেসিডেন্ট কুণাল সাহা একথা জানান ইতিমধ্যেই তারা নেতাজিনগর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন কিছু ডাক্তার এবং হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যোগাযোগ করা যাবে www.pbtindia.com। –ছবি: উৎপল কুমার রায়

উল্টোপাল্টা

কমলাকান্তের ডায়েরি–শীত কাহন

সুকুমার মণ্ডল

কালে কালে শীত ঋতুর কত রূপই না দেখিলাম। পূর্বে শীতকাল অনুভূত হইত হিমেল উত্তর–বায়ুর পরশে, শিশিরের মুক্তাদানায়। চামড়ায় টান পড়িত, ফুলকপি–বাঁধাকপি–মূলা–কড়াইশুটি–টম্যাটো ইত্যাদি শীতের সবজিরা দল বাঁধিয়া বাজার আলোকিত করিতে হাজির হইত। এখন কলিকাতা কিংবা বলা যাইতে পারে বাংলা প্রদেশে শীত সাহস করিয়া প্রবেশ করে না। শীতের সবজী বলিয়া এখন আর কিছু নাই, সারা বছর সব আনাজ পাওয়ার ফলে, আজকাল বাজারে ঢুকিলে শীত গ্রীষ্মের তফাত করাই মুস্কিল। কেবল বাড়তি ধোঁয়াশা, সূর্যের দক্ষিণে ঢলিয়া পড়া ও স্বল্পায়ু দিবালোক, ক্রিসমাসের রকমারী বিজ্ঞাপন শীত–ঋতুর আগমন–সময়ের বার্তা আনে।

ইদানিং শীত–ঋতু ক্ষণিকের অতিথিরূপে দিনকতকের জন্য ঘুরিয়া যান। কোনও কোনও বছর সে ধারও ধারেন না। বঙ্কিমবাবুর সময়ে শীত–কালে কি কঠিন ঠাণ্ডাই না পাইয়াছি। কলকাতা ছাড়িয়া পশ্চিমে হাজারিবাগ–পালামৌ–গিরিডি–মধুপুর–দেওঘর দলে দলে বাঙালি বাবুরা সপরিবারে বাহির হইয়া পড়িতেন। কলকাতার তুলনায় সেখানে ঠাণ্ডাও পড়িত প্রবল। তবু দলে দলে শহুরে মানুষেরা ভিড় জমাইতেন কেননা সেখানকার কূপের জল হজমের অব্যর্থ ঔষধ। শীতের মৌতাতে অতি সস্তায় টাটকা সবজী–দুধ–ঘি–মুরগী সহযোগে মাসখানেক চৌব্যচোষ্য করিয়া তবে কলকাতা মুখো হওয়া।

গ্রামীণ হাটে শাকসব্জী ও অন্যান্য বস্তুর দাম শহরের তুলনায় ঢের কম দেখিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেন, ড্যাম্ চিপ্। বাবুদের সেই কথা শুনিতে শুনিতে দেহাতি মানুষেরা শহুরে বাবুদের ড্যাঞ্চি বাবু নামকরণ করিত। মহিলারা লংকোট, অলেস্টার, কাশ্মিরী শাল আর পুরুষেরা মাথায় মাফলার, বাঁদুরে টুপি, বাহারী শাল, পায়ে লম্বা মোজা ও পাম্প–শু জুতা, ধুতির উপর ফ্লানেলের ফুল শার্ট, গলাবন্ধ হাফ–কোট চাপাইয়া সকাল বিকাল বেড়াইতেন। দুইবেলা বেড়ানোর জায়গা বলিতে কিছু অনুচ্চ পাহাড়–চূড়া, শীর্ণ ঝরণা কিংবা কোনও চঞ্চলা নদী, মহুয়া–শালবনবীথি, ইক্ষু কিংবা অড়হড় ক্ষেত। হৈ হৈ করিয়া ঘোরাফেরার ফলে বিপুল ক্ষুধা–নির্মাণ হইত। প্রবাসের সাময়িক বাসায় ফিরিয়া গোগ্রাসে উদরপূর্তি। বলা বাহুল্য মাসখানেক সেই পশ্চিম–ভ্রমণান্তে প্রত্যেকেই পৃথুলাকার হইয়া ঘরে ফিরিতেন। প্রতিবেশীরা অবাক চোখে দেখিতেন টিংটিঙে চিমড়ের গায়েও কেমন গত্তি লাগিয়াছে !

ভ্রমণ–পাগল বাঙালিরা সেকালে শীতের সময়ে কদাপি হিমালয়–মুখো হইতেন না। তাঁহাদের সোজাসাপ্টা বক্তব্য ছিল – ঠাণ্ডার সময়ে আরও কঠিন ঠাণ্ডার জায়গায় বেড়াতো যাওয়া নেহাতই আহাম্মকি ছাড়া আর কি ! তাই দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরী ইত্যাদি শৈল শহরগুলি তখন শীতকালে শীত–ঘুমে আচ্ছন্ন থাকিত। কয়েক মাসের জন্য হোটেলগুলি ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিত।

এখন দেখিলাম, চাকা ঘুরিয়াছে। শৈলশহর গুলির কপাল খুলিয়াছে। এখন শীতকালে ভ্রমণার্থীর ভিড়ে উপচে পড়ে তাবত শৈল শহরের হোটেল বা বিবিধ আস্তানা। ঠাঁই নাই দশা শিলং–গ্যাংটক–দার্জিলিং–নৈনিতাল–মুসৌরী–সিমলা–মানালী–র মত জায়গায়। বরফপাত দেখতে লোকে মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়াচ্ছে। এসব দেখিতে দেখিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, আজকের বাঙালির সাহস অনেকগুণ বাড়িয়াছে। অতীতে বহুকাল উহারা শীত–কাতুরে বদনাম কুড়াইছে, এতদিনে সে অপবাদ ঘুচাইয়া বাঙালি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা দেখিয়া বাঙালি হিসাবে বড়ই

আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম।

কিন্তু এ অসাধ্য সাধন কে করিল, কিভাবে বাঙালির মন হইতে শীতভীতি পলায়ন করিল ! কেহ যুক্তি দিল, পরিবেশের খামখেয়ালি বদলের ধাক্কায় উষ্ণতা নাকি বহুগুণ বাড়িয়াছে।

আজকাল সেরকম ঠাণ্ডা পড়েই না। ঠাণ্ডা আসিলেও অবুঝ আত্মীয়ের মত বেশি দিন গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকে না। আসিয়াই যাই যাই করিতে থাকে এবং ভালো করিয়া আপ্যায়নের পূর্বেই অন্তর্হিত হয়। কেহ কহিল, শীতের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে মোকাবিলা করিবার বিবিধ উপকরণ এখন বাঙালির করায়ত্ব। উন্নত, অতি উন্নত শীতবস্ত্রের সম্ভার, ঘরের তাপ–বৃদ্ধির বৈদ্যুতিক সামগ্রী হয়তো কিছুটা সাহস জোগাইয়াছে। মনে হইল প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সরাসরি ভ্রমণার্থীদের মতামত সংগ্রহ করা বাস্তবসম্মত হইবে, যাহাকে প্রচলিত বাংলায় বলে ঘোড়ার মুখ থেকে সংগ্রহ করা। প্রথমে দার্জিলিং এর ম্যাল এ হাজির হইলাম। কয়েকজন সুবেশা মহিলা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন। এনাদের প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা হইবে কি হইবে না ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলাম। আমাকে দেখিয়া ওনাদের নিজস্ব কথাবার্তা বন্ধ হইল। একজন বেশ রুক্ষ স্বরে কহিলেন, বললাম তো ঘোড়ায় চড়ব না, ফের কেন বিরক্ত করছ ! আমি কোনমতে কহিলাম, মাফ করবেন, আমি ঘোড়ার কথা বলিতে আসি নাই, কেবল কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। আমার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হওয়া দূরস্থান, আরও ক্ষিপ্ত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, মানে ... আপনি কি রিপোর্টার নাকি ...আপনার ড্রেস দেখে তো মোটেও ...কোন কাগজের রিপোর্টার।

আজ্ঞে ..তেমন ভাবে কেউ পাঠায়নি বটে তবে আমি স্বাধীনভাবে খবর জোগাড় করি, ফ্রি–ল্যান্স বলতে পারেন।

একজন কহিল, কি জানতে চান। তাহাকে বাধা দিয়া অপরজন বলিয়া উঠিল, পলি দুমদাম রিপোর্টারদের সামনে মুখ খুলিস্ না।

মহা মুস্কিল। বুঝিলাম, তথ্য সংগ্রহ ভারি ঝকমারির কাজ বটে। মুখে বলিলাম, আমার সামান্য একটি প্রশ্ন ছিল ... শীতকালের এত ঠাণ্ডায় আপনার এই স্থানটিকে বেড়ানোর জন্য বাছলেন কেন। লোকে তীব্র ঠাণ্ডাকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে জানতাম।

ওখানেই বিস্তর ভুল ...ঠাণ্ডার জায়গায় তো ঠাণ্ডার সময়েই বেড়িয়ে মজা। শীতকালে আইসক্রিমের বিক্রি কমে না। তাছাড়া ক্লিয়ার ওয়েদার পাওয়া যায়, চমৎকার রোদ, ম্যালের ওদিকে গিয়ে দেখুন কি চমৎকার কাঞ্চনজঙ্ঘা কে দেখা যাচ্ছে। সামারে দেখাই পাবেন না।

কিন্তু শীতের কাঁপুনি !

নো চিন্তা .. ড্রয়ার, উলেন স্ল্যাকস্, গ্লাভস্, উলেন টুপি, ফুলস্লীভ্ লেদার জ্যাকেট আর স্নিকার জুতো, ঠাণ্ডা ঢোকার জায়গাই পায় না। হোটেলে রুম হিটার ছাড়াও আছে ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট। এখন ঠাণ্ডা আমাদের দেখে ভয় পায়।

বুঝিলাম দাদাঠাকুর কি মোক্ষম কথাটি কত সহজ করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন। টাকার গরম সেরা গরম। পকেটে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান থাকিলে কঠিন শীত–কে কাবু করা এমন কিছু কঠিন নয়। বাঙালিদের এই মনোবল দেখিয়া শীতও আজকাল হীনবল। বেশি তীব্রতা দেখানোর চেষ্টাও করে না আজকাল। তাই শীতের সঙ্গে বাঙালির এখন বেশ উষ্ণ সম্পর্ক।

মাঙ্গলিকী

বলরাম মন্দিরে মায়ের তিথিপূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মা সারদামণির তিথি পূজা উপলক্ষ্যে বলরাম মন্দিরে সারাদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে বিকেল ৪টায় এক গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হল গত ৯ ডিসেম্বর শনিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলতেন বলরাম মন্দির হল তাঁর 'দ্বিতীয় কেল্লা'। গীতি আলেখ্যর বিষয় ছিল 'জগজ্জননী মা সারদা'। মায়ের সমগ্র জীবনকেই তুলে ধরা হল এই আলেখ্য। এর গ্রন্থনা করেছেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই মূল গায়ক এই অনুষ্ঠানের। ধারাবাহিকটি পাঠ করলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ।

শিল্পীদের যন্ত্রানুসঙ্গে সহযোগিতা করলেন তবলায় কল্যাণ চক্রবর্তী, খোলে সুকমল দাস, পার্কাসনে তপন বক্সী ও অরুণ দত্ত। এই আলেখ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই', 'জাগো তুমি জাগো', 'বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো', 'জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রামকৃষ্ণ সারদা নাম' প্রভৃতি বহুশ্রুত গানগুলি। উপস্থাপনার গুণে এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপক্ষো করে অসংখ্য ভক্তের ভিড় নজরে পড়ার মতো। এক ঘন্টা দশ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে মায়ের জীবনের বিখ্যাত ঘটনাগুলি পরিবেশিত হওয়ায় ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে।

শীতের আমেজে জমজমাট সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ২৬ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী জমায়েৎ হলেন কবিতা ভবনে। সাহিত্যপত্রিকা আকাশ বলাকার মাসিক সাহিত্য সভায়। সঞ্চালনায় রইলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, 'আপন ভোলা' কবি সুনীল গুহ। সকলকে আসরে আন্তরিকতার সাথেই স্বাগতঃ জানালেন (দেরীতে যাঁরা আসেন তাঁদেরকেও আন্তরিক স্বাগতঃ জানানো চলতে থাকে)।

এই আসরের বিশেষত্ব হল কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক দীর্ঘ ভাষণ ছাড়াই (তরুণ দলের মাসিক সাহিত্য সভার মতনই) সাহিত্য সংস্কৃতির আসর সোজাসুজি শুরু হয়।

এদিনও আসর সেইভাবেই শুরু হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সাধনা গোলদার (দ্বিতীয় গান 'একই দিনে ভেঙনা' লোকগীতি ভালো লাগলো; প্রথম গান 'ও দয়াল বিচার কর'–তে হোঁচট খেলেন)। এদিন আরও গান শুনিয়েছেন মালা চন্দ ('সকলই তোমারই ইচ্ছা' ভালো গাইলেন; দ্বিতীয় গান 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' ঠিক ঠিক হল কি?), অঞ্জলি চক্রবর্তী (এদিন গলা একদম ঠিক ছিল না), আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (রহস্যময় কবিতা 'ছায়ার মতন' ছাড়াও শুনিয়েছেন রাগ মিশ্রিত গান, 'উদাসী হাওয়ার'— অনবদ্য পরিবেশন), লিপিকা দে (আসামের বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের সুর ও ঝুমুর গানের সুর মিশ্রিত গান— এই সন্ধ্যায় শোনা সব গানের মধ্যে সেরা গান) প্রমুখ।

স্বরচিত কবিতা পাঠে এদিন উজ্জ্বল ছিলেন সুদীপা সাহা (বিমর্ষধর্মী কবিতা 'মা'), পাপিয়া দে দাস (গভীরভাব সমৃদ্ধ কবিতা, 'চাতকিনীর চাওয়া'), ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (গভীর ভাব সমৃদ্ধ কবিতা 'প্রশান্তির বিকাল'; সুবিন্যাস সমৃদ্ধ কবিতা 'নষ্ট নীড়'), গৌরদাস পোদ্দার (ভালো ছড়া শোনালেন কয়েকটি), তারাশঙ্কর দত্ত ('নীরালাকে'— বারবার শোনবার মতন/পড়বার মতন কবিতা সুদীর্ঘ হলেও), কিশলয় বসু ('প্রবেশ নিষেধ' সার্বিকভাবে ভালো, কবির পাঠও ভালো), স্বরূপ চক্রবর্তী ('মেয়েটি একা ভাঙা সেতুটায়' ভালো কবিতা; তবে পরের কবিতা 'বিকেল' অনবদ্য প্রকৃতি ছোঁয়া জীবনেরই কথা), সুনীল গুহ ('আমি'— রূপকধর্মী প্রকৃতিকে ছোঁয়া কবিতা— ভালো লাগল; তবে এখনও তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা হল 'আমি ফেরার হব'— এই প্রতিবেদকের অনুরোধে সেটি এদিনও শোনালেন— অনবদ্য রচনা), শেফালি সরকার ('অনুভব' ও 'তুমি'— দ্বিতীয় কবিতাটি দাম্পত্য জীবনের প্রেমকে নিয়ে লেখা— খুবই ভালো রচনা) প্রমুখ। সমাজের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, আগ্রাসী রাজনীতিকে কষাঘাত করে অরুণ ভট্টাচার্যের স্বরচিত লোকগীতি ধরনের গান সব সময়েই সকলে উপভোগ করেন। এদিনও তাঁর গান সবাই উপভোগ করলেন। এদিন গল্প শুনিয়েছেন লাবণী মান্না, 'ল্যান্ডফোন', লাবণীর কলমের কালির ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে...

তবে এদিনও 'ছক্কা' হাকলেন তাঁর দুর্দান্ত রম্য গল্প 'অবলাকান্তর ভোজন বৃত্তান্ত' শুনিয়ে সুকুমার মণ্ডল, হাসির হুল্লোর উঠলো সভায়— এই প্রতিবেদক আলিপুর বার্তার সাংবাদিক হিসাবে মনে মনে গর্ব বোধ করলেন এই কথা ভেবে, সুকুমার মণ্ডলের এই রম্যগল্পটিই এবার শারদীয় আলিপুর বার্তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (এই রচনাটি পাঠকদের বিরাট প্রশংসা অর্জন করেছে)...

এদিন সাধারণভাবে কবিতা, গল্প, রচনা নিয়ে অতি গঠনমূলক আলোচনা হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন সুনীল গুহ ও সুকুমার মণ্ডল।

এদিনও আড্ডা–কন্যে হিসাবে পাপিয়া দে দাস ও লাবণী মান্না সকলের হাতে তুলে দিলেন চা–বিস্কুট— এঁদের দুজনকেই 'স্নেহসিক্ত' অভিনন্দন...

দক্ষিণ বাওয়ালি প্রকাশিত বিদ্যালয়ের 'পঠনমেলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেড মিস্ট্রেসের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে একটু অবাকই হয়েছিলাম। বাবা প্রাইমারি স্কুলে আবার মেলা! গোটা রাজ্য মেলায় মেলায় ছয়লাপ এরপদ স্কুলগুলোও কি পাঠন পঠন শিকেয় তুলে মেলা মোচ্ছবে মেতে থাকবে! কিন্তু দক্ষিণ বাওয়ালির প্রায়মারি স্কুলে 'পঠন মেলা'য় হাজির হয়ে মন ভার আমূল বদলে গেল। একি অবাক কান্ড ঝকঝকে তকতকে স্কুল গৃহ। বাথরুম পরিচ্ছন্ন। স্কুলের কচি কাঁচারা পরিষ্কার স্কুল পোশাকে সুসজ্জিত। তাদের চোখে মুখে খুশির ছোঁয়া। আসুন স্যার বলে অতিথিদের সম্ভাষণ করছে। ক্লাস রুমকে হলঘর করে বেঞ্চের উপর সাজানো খুদে পড়ুয়াদের হাতের কাজ। কাগজের রকমারি ফুল ও জিনিস। খড়ের নৌকা, দেশলাই কাঠির কাপ প্লেট, বিভিন্ন আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো প্রদর্শনী স্কুল। আরও অবাক হলাম চারটি শ্রেণির চারটে দেওয়াল পত্রিকা দেখে। সবুজ পাকা কুঁড়ি প্রভৃতি নাম। দিদিমণি বলতেন যে ছেলেরা এখানে বসেই ওদের মনের কথা লিখেছে। সরকার পোষিত প্রাইমারি স্কুলের হাজারও বদনামের কাহিনী ও পরিসংখ্যান বের হয় সংবাদপত্রে। সেখানে শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকেই মূলত দায়ী করা হয়। কিন্তু যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষিকারা শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষাদানে প্রয়াসী হলে এমনভাবে শিশুদের সত্যিই তৈরি করা যায়। যেখানে ১ম, ২য় শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ভিক্টোরিয়া দেখার অভিজ্ঞতা লিখেছে। আমাদের গ্রামের কথা লিখেছে দেওয়াল পত্রিকায়। প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী গোস্বামী বললেন যে এই বিদ্যালয়ে ১০০

জনের মধ্যে ৭০ জনই দরিদ্র মুসলিম ঘরের ছাত্র। তাদের এমন ভাবে তৈরি করা সত্যিই অকল্পনীয়। মেলার উদ্বোধক বজবজ ২ নম্বর সমিতির সভাপতি স্বপন রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এলাকার অধিকাংশ শিক্ষকরা স্কুল রাজনীতি করে আর এস আই অফিসে মারামারি করে তারা ছাত্রদের পড়াবে কখন। দক্ষিণ বাওয়ালি প্রধান পঞ্চায়েত সদস্য অভিভাবকরা যারাই মেলায় এসেছে তারাই প্রশংসা করেছে শিক্ষাঙ্গনকে এমন আনন্দময় করে তোলার জন্য। স্কুলের ধারে চা এবং ফুচকার দোকান বসায় মেলা আরও সার্থক করে ওঠে। বিকাল ২টো পর্যন্ত মেলা চলে। মনে মনে বলতে ইচ্ছা হয় সব স্কুল কেন এমন হয় না আহাঃ!

গান কবিতার সিডি অন্তর্লীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রগান এবং স্বরচিত কবিতার এই সংকলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং তন্ময় দত্তগুপ্ত। কবি শ্রাবণী বসু এবং তন্ময় দত্তগুপ্তর কবিতা আবৃত্তি করেছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী এবং সুমিত্রা পাল।

চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তন্ময় দত্তগুপ্ত এবং শ্রাবণী বসুর কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এই সংকলনে। চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর 'রাতের রেলগাড়ি' কবিতায় রেলগাড়ির গতির মতো ভেসে উঠেছে কবিতার ছন্দ। কবিতার শেষে শোনা যায় সুমিত্রা পালের কণ্ঠে 'আমার না বলা বাণী' সঙ্গীত। গান আর কবিতা তখন একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আবার সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা যায় শ্রাবণী বসু রচিত আহ্বান কবিতাটি। এই কবিতার সমার্থক হয়ে ওঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান। তন্ময় দত্তগুপ্তর 'তখনও তুমি রবীন্দ্রনাথ' কবিতার সঙ্গে যখন 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' গানটি বিশ্বানাথ গাঙ্গুলির কণ্ঠে শোনা যায় তখন মনে হয় ওই কবিতাটি আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিত। বারোটি গান আর বারোটি কবিতার যুগ্ম যোগসূত্র সংকলনটিকে স্বতন্ত্র করে তুলবে। এই অ্যালবামে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি এবং কবিতার আবহে রয়েছেন বাসুদেব মণ্ডল। ২৭ ডিসেম্বর প্রেস ক্লাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সিনেমা গবেষক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহ শিল্পীরা। চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী তার বক্তব্যে কবিতাকে কিভাবে আরও মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা ব্যক্ত করেন। শিল্পীরা প্রত্যেকেই কবিতা গানের মাধ্যমে উদ্বোধনী সন্ধ্যাকে এক বৈঠকী আড্ডার রূপ দেয়।

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে তারাশঙ্কর স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হল গত ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। আয়োজক 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা। বিষয় ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্যের চিত্ররূপ। বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। বক্তা প্রথমে তারাশঙ্করের সাহিত্যকৃতির পরিচয় তুলে ধরেন। পরে তারাশঙ্করের লেখা গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সূত্র ধরে এসেছে দুই পুরুষ, কবি, সপ্তপদী, অভিযান, জলসাঘর, উত্তরায়ণ, বিপাশা, মঞ্জরী অপেরা, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, গণদেবতা, আরোগ্য নিকেতন, ফরিয়াদ, রাইকমল, হার মানা হার, ডাক হরকরা, প্রতিমা, বেদেনী, বিচারক প্রভৃতি ছবির কথা। মনোজ্ঞ এই আলোচনার শেষে ড. শঙ্কার ঘোষ তাঁর সুরেলা কণ্ঠে শোনালেন কয়েকটি ছবি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গান।

সেই তালিকায় ছিল— জীবন যখন শুকায়ে যায় (আরোগ্য নিকেতন), বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের (রাইকমল), কাঁচের চুড়ির ছটা (ডাকহরকরা), এই পথ যদি না শেষ হয় (সপ্তপদী), আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কি (ফরিয়াদ), এসেছি আমি এসেছি (হার মানা হার) প্রভৃতি গান। গানে ও কথায় জমজমাট সেই অধিবেশন। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরও দিলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সভাপতি ড. কানন বিহারী গোস্বামী বক্তাকে শুধু সাধুবাদই জানালেন না, তারাশঙ্কর সংক্রান্ত সাহিত্য ও ছবি থেকে অনেক তথ্যও দিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বাসন্তী চাকী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন এই শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহঠাকুরতা।

চুঁচুড়া সোমবাড়িতে কল্পতরু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'কল্পতরু' রূপে গৃহ ভক্তদের কৃপাদান করেছিলেন। সেদিনটা বিশ্ববাসীর কাছে অবিস্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের মধ্যে এই একটি দিনই সকল নিষেধ উপেক্ষা করে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে কাশীপুর উদ্যান বাটির দোতলা থেকে একাকি নেমে এসে চৈতন্যদানের দ্বারা প্রতক্ষ্য কৃপা করেছিলেন। তোমাদের চৈতন্য হোক বলে আশীর্বাদ করতে থাকেন। তাই এই দিনটি স্মরণ করে চুঁচুড়া কামারপাড়ায় পশুপতি সোম–এর বাড়িতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'কল্পতরু' উৎসবের দিন বিশাল ভক্ত সমাবেশ ঘটে এখানে। সেদিন ভোর ৫টায় মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিশেষ পুজো হয়। সন্ধ্যায় কালীকীর্তন, ভক্তিগীতি, বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রী মায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে গান, আলোচনা পর্ব চলে। এ বিষয়ে কুন্তল সোম বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আধ্যাত্মিক, পাশাপাশি তিনি ব্যবহারিক ছিলেন।

একই দিনে চন্দননগর রথের সড়কে মা বিশ্বরূপা কালী মন্দিরে ও কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। এই জাগ্রত মন্দিরে কয়েক হাজার ভক্ত দুপুর ও সন্ধ্যায় ভোগ গ্রহণ করেন। এই মন্দিরে সাধক সান্নিধ্য পুরোহিত দেবাশিস চ্যাটার্জী (কাজল রয়েছেন)। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি, বাউল গীত, কীর্তন শুনিয়ে ভক্তগণ ধন্য হয়। এখানে বছরভরই কোনও না কোনও অনুষ্ঠান হয়।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২২ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৮

৭ই জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Competition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

২০শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১০টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক রবীন্দ্র নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৪টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর ঊর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯ এর ঊর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

সুভাষ দাস – ক্যানিং – ৯৭৩২৬৯৭৩৭৩,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭– ০৩৩ ২৪৭৯৮৫৯১

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ বৈকাল–৪টায়।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ঘরের মাঠের হিরোরা এবার প্রোটিয়াদের মুখোমুখি সিংহের ডেরায়

অরিঞ্জয় মিত্র

দেশের মাটিতে টানা ৯টি সিরিজে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার পর এবার আসল পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের মুখোমুখি হতে চলেছে বিরাটের ভারত। বিয়ের পর কোহলির লেডি লাক কতটা তার প্রমাণও মিলবে এই সিরিজে। যদিও ভারত এই মুহূর্তে যে তুখোর ফর্মে খেলছে তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা চ্যালেঞ্জ মেলে ধরতে পারে দেখার হল সেটাই। অবশ্য নিজেদের চেনা পিচ ও বাউন্সি উইকেটে ভারতকে সহজ জায়গা দেবেন না যে প্রোটিয়ারা তা একরকম নিশ্চিত। তার ওপর বুমবুম ডেইল স্টেইন দীর্ঘদিনের চোট সারিয়ে ফিরছেন এটা নিশ্চিতভাবে বড় খবর দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। মর্নি মর্কেলের সঙ্গে স্টেইন জুটি বেঁধে ভারতকে প্রথম থেকেই যে ধাক্কা দিতে চাইবেন এটাও ঠিক। এর সঙ্গে রয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স ও অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিদের বড় ইনিংস গড়ে তোলার কাজ। এসব ঠিকঠাক করতে পারলে ভারতকে কঠিন লড়াই সামলাতে হবে, এটা বলার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঘরের মাঠে বাঘ। আর বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন ধরেই এই প্রবাদ চালু আছে। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহারউদ্দিন, বেঙ্গসারকার শ্রীকান্ত থেকে শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে

তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ ৩-০ জেতার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে তা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে। বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে। এর সুফল যে ভারত কতটা কুড়িয়েছে তার প্রমাণ বিশ্বকাপ সহ একের পর এক জায়গায় সাফল্য আসা। সৌরভ যে বীজের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন তার অঙ্কুরোদগম ঘটে মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলে।

কোহলি এখন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা চার্জড হয়ে রয়েছে এই দল। একমাত্র ব্যর্থতা বলতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে হারা।

ক্রিকেট নিয়ে এদেশে একটা হইচই রইরই ভাব রয়েছে। অনেকে তো ক্রিকেটকে এদেশের অন্যতম ধর্ম হিসেবেও তুলে ধরেন। সেই ক্রিকেটে একটা হার তাই কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাও কোহলির নেতৃত্বে যেভাবে এই টিম এগোচ্ছে তাতে অন্তত কোনও অভিযোগ তোলা সাজে না। কারণ এই দলটা আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে খেলছে। তার ওপর বেশ কয়েকটি কম্বিনেশন যেভাবে তাল মেলাচ্ছে তাতে নম্বর ওয়ানের শিরোপা আর কাউকেই মানায় না। একাধারে রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কথাই ধরা যাক। এই দুই তারকা স্পিনার প্রায় প্রতি টেস্টেই নিয়ম করে ৫-৭ উইকেট তুলে নিচ্ছে একার ঝুলিতে। তার ওপর ৫০-এর ওপর স্কোর নিয়ম করে আসছেন এই স্পিনার জোর। ভারতের টানা ৯ টি টেস্ট সিরিজ জয় এই জুটির অবদান তাই প্রথমেই তুলে ধরতে হচ্ছে। ওপেনিং জুটির গোড়াপত্তন নিয়েও বিশেষ করে আলোচনা করতে হয়। শিখর ধাওয়ান, অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা-রা প্রায় নিয়ম করে বড় রান পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ভারতকে একটা মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাচ্ছে এই দাপুটে ওপেনিং। মিডল অর্ডারে বিরাট কোহলি নিজেই একটা স্তম্ভ। যেভাবে শতরান ও অন্যান্য রেকর্ড গড়ে তুলছেন বিরাট তাতে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড যে ভাঙতে চলেছে তা একরকম নিশ্চিত। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। এর সঙ্গে রোহিত শর্মা ও হার্দিক পাণ্ড্যর লাজবাব পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়াকে আলাদা মাইলেজ দিচ্ছে। ভারতীয় দলের পেস অ্যাটাকও এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। ইশান্ত, ভুবনেশ্বর, সামি, উমেশ যাদবরা দলের ভরসার যোগ্য জবাব দিচ্ছেন তাঁদের দুরন্ত পারফরমেন্সে।

সুন্দরবন কাপ চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানি ঃ- ডাঙায় বাঘ অন্যদিকে জলে কুমির । সুন্দরবন অধুষ্যিত অঞ্চলের মানুষজনদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকা নির্বাহের জন্য গভীর জঙ্গলে মাছ কাঠ মধু সংগ্রহ করতে হয়। খেলা দেখার কিংবা খেলা দেখার সময় নেই। সেই সুন্দরবনের মানুষের কথা মাথায় রেখে এবং ফুটবল খেলাকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে ধরতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০১২ সালে নিজ উদ্যোগে শুরু করেন সুন্দরবন কাপ। চলতি ২০১৭ বাসন্তী ব্লকে সুন্দরবন কাপ শুরু হয়েছে গত ১৪ডিসেম্বর। এই খেলায় ৫ মহিলা ফুটবল টিম ও ৫৮টি পুরুষ টিম অংশগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের সুন্দরবন কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় মসজিতবাটী পার্বতী হাইস্কুল মাঠে। এদিন ফাইনাল খেলায় বাসন্তীর সোনাখালি সুন্দরবন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ২-০ গোলে ফুলমালঞ্চ নবজ্যোতি সংঘ কে হারিয়ে বাসন্তী ব্লক চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন আসিদুল মোল্লা। খেলা শেষে বাসন্তী থানার পক্ষ থেকে ব্লক চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন রাম প্রসাদ হালদার।

উল্লেখ্য ২০১৩ সালে সুন্দরবন কাপ জয়ী দলের সেরা গোলকিপার আলামিন লস্কর ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলের অন্যতম গোলকিপার।

গীতাজয়ন্তীর মঞ্চে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের যোগ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ডিসেম্বর কলকাতার ত্রিকোণ পার্কে গীতা জয়ন্তীর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল যোগ প্রদর্শন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের কুশিলবরা কঠিন থেকে কঠিততম যোগ প্রদর্শন করে দর্শকদের মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখলেন। সুস্থ নীরোগ শরীর বজায় রাখার ক্ষেত্রে যোগের অপরিহার্যতা আজ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত। বহু আগে থেকে সেই প্রাক স্বাধীনতার আমল থেকে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ সুস্থ শরীর মনের আদর্শ নাগরিক তৈরির কাজে অনলস প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। যোগ শিক্ষক গৌতম খাঁড়ার তত্ত্বাবধানে ৭২ বছরের বৃদ্ধ থেকে ৭-৮ বছরের ছেলে মেয়েরা যে অনায়াস ভঙ্গিতে বিভিন্ন আসনের পারদর্শিতার পরিচয় রাখল তা দেখে অনেকেই উৎসাহিত হলেন যোগের মাধ্যমে শরীরের অসুখ সারাবার জন্য। কাজল দত্ত যিনি গীতা প্রচারক মন্ডলীর অন্যতম কর্ণধার তিনিই আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের আজীবন সদস্য ফলে তাঁরই প্রচেষ্টায় পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের আজীবন সদস্য ফলে তাঁরই প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়িত হয়। এবছর গীতা জয়ন্তীর ৪৯ তম বর্ষ। স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত কলকাতার বুকে এতোদিন ধরে চলে আসছে গীতা মাহাত্ম্যের প্রচার। তিনি অপ্রকট হয়েছেন।

কিন্তু গীতা প্রচারকমণ্ডলীর তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়তে দেয় নি। এ বছর ৫১১৮তম গীতা জয়ন্তী শুরু হয়েছিল ৯ ডিসেম্বর ২০১২ শেষ হবে ১৪ জানুয়ারি ২০১৮। গত ১৮ই ডিসেম্বর বিশ্বশান্তির জন্য গীতা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত ও সাধারণ মানুষের সমাগমে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিদিন গীতার একটি করে অধ্যায় পাঠ, বিভিন্ন ঘরানার সাধু সম্প্রদায় দ্বারা তার ব্যাখ্যা, বিদগ্ধ পন্ডিতদের দ্বারা ধর্মালোচনা ও বিভিন্ন প্রথিত যশা শিল্পী দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিদিন হয়ে থাকে। প্রতিদিন অস্থায়ী মন্দিরে ভগবান পার্থ সারথীর বিশাল প্রতিকৃতি পূজিত হয়।

সুসজ্জিত বিশাল মঞ্চ, মণ্ডপ এতো আলো ইত্যাদি মিলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। সবই আসে অযাচিত দানে। পার্থ সারথীর কৃপা আর স্বামীজী দেবানন্দ সরস্বতীর সাধন বলে বলিয়া কর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় একদিন এক অনাস্বাদিত ধর্মীয় পরিমন্ডলে ভরে যায় আশেপাশের অঞ্চল। মানুষ সাময়িক কালের জন্যও ইহজীবনের ক্লেদ তুলে পরমাত্মার চিন্তার ফুরসুত পায়। এরজন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাতেই হয় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে।

মূক ও বধিরদের দাবা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃতীয় বর্ষ সারা বাংলা মূক ও বধিরদের দাবা প্রতিযোগিতা হল হুগলির চন্দননগর কুটির মাঠের শহিদ বিপ্লবী কানাইলাল ক্রীড়াঙ্গণ হলে। রাজ্যের মোট ২৩টি জেলা থেকে আটচল্লিশজন মূক ও বধির প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই র‍্যাপিড রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা ঘিরে উদ্যোক্তাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। উদ্যোক্তাদের কথায়, এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে প্রত্যেক বছরই তাঁরাই এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁরা চান এই প্রতিযোগিরা কোনওভাবেই যেন সাধারণ মানুষদের থেকে কমজোরী না ভাবেন। তাঁরাও যে সমাজেরই একজন তা যাতে কোনও দিন ভুলে না যান।

নাওয়াঁ বিহান ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানি ঃ-বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিবর্তনশীল প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আদিবাসী সমাজ সত্বা চরম ভাবে বিপন্নতার মুখোমুখি। এই চরম বিপন্নতা থেকে আদিবাসী জাতি স্বত্বাকে বাঁচাতে তিলকা মাঝি,বিরসা মুন্ডা,সিধু মুর্মু,কানহু মুর্মু সহ মহান সংগ্রামীদের সংগ্রাম ,চরিত্র ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলি সমাজের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং আত্মসচেতন উন্নত মূল্যবোধ সমৃদ্ধ যুব সমাজ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই মহান উদ্দেশে সেই নাম উজ্জল রাখতেই এক অভিনব ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন। সোনারপুর নাওয়াঁ বিহান সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত মঙ্গলবার দশম বর্ষের ফুটবল খেলার সূচনা করেন শিক্ষক তারাপদ সরদার। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা থানার পালপুর আদিবাসী মিত্র সংঘের মাঠে আট দলের একদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টে বাসন্তী চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল একাডেমি ৪-৩ গোলে ট্রাইবেকার হালদার ঘেরী আদিবাসী কালীমাতা সংঘকে পরাজিত করে জয়লাভ করে। সর্বোচ্চ গোলদাতা ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সম্মান পান জয়ী দলের ভবেন সরদার। টুর্নামেন্টের সেরা হন বাপন মাহাতো।

উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতার খেলোয়া।,রেফারি,বিশিষ্ট ব্যাক্তি, সহ সকলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ।যা সুন্দরবন তথা বাংলায় বিরল।

চন্দননগরে ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়দিনের সকালে ম্যারাথন দৌড় হল হুগলির চন্দননগরে। বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে ১০ কিমি দীর্ঘ ওই দৌড়ের আয়োজক ছিল চন্দননগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। ঐতিহাসিক স্ট্র্যান্ড রোডে বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের মূর্তির সামনে থেকে শুরু হয়ে ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামের সামনে শেষ হয়। এই ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বামাপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, চন্দননগরের ১০টি ক্লাবের ৫৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এই ফরাসি শহরে খেলাধূলার চর্চা বরাবর প্রথম স্থানে রয়েছে। বর্তমানে এই শহরের অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার যুব বিশ্ব কাপে ঈশান পোড়েল ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। এদিন ঈশান পোড়েলকে বিরাটভাবে সংস্থার তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বামাপদ বাবু আরও জানান, ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের কবাডির বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই এখানে রয়েছেন। এমনকি প্রো-কবাডির খেলোয়াড়রা। এছাড়া টেবল টেনিসের পীঠস্থান এই শহর রয়েছে। এদিন ম্যারাথনে প্রথম হন সন্তান সংঘের বিকাশ কুমার সিংহ (সময় ৩০ মিনিট ৪৫.৪ সেকেন্ড সময় নেন) দ্বিতীয় স্থানে বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের পঙ্কজ মণ্ডল (সময় ৩১ মিনিট ৪০.৮ সেকেন্ড), তৃতীয় শুভদীপ রায় বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের (সময় ৩১ মিনিট ৪৪.৫ সেকেন্ড)।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

স্বপ্নের রাজ্য

কাকলি চৌধুরী

দিদিমনি বলেন হেঁকে, বল্‌তো কোনও ছড়া দেখি,
বিরাট হাই তুলে বলাই, ভাবল ভীষণ কাণ্ড একি!
ঘুমের ঘোরেই করে শুরু, এক যে ছিল রাজা
চারটে লুচি রাণী ছিল, গরম গরম ভাজা।
আলুর দমের ছ'টি আলু, মন্ত্রী ছিলো বেশ
সেনাপতি ভীষণ খাসা, জলভরা সন্দেশ।
দিদির চড়ে ফিরল যে হুঁশ, বললো তখন শেষে
রানী রাজ্য সব গেলো যে, স্কুলে ফালতু এসে।

রুদ্রব মজুমদার, তৃতীয় শ্রেণি, লিটল স্টেপ স্কুল (গার্ডেনরিচ)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com